CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-201 ■ 22 April, 2026 ■ আগরতলা ২২ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ৮ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ওসিকে তালাবন্দি করে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল ।। ১৭ এপ্রিল এডিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। অভিযোগ উঠেছে, শাসকদল বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা বিভিন্ন জায়গায় হামলার শিকার হচ্ছেন এবং অনেকেই প্রাণভয়ে ঘরছাড়া হয়ে আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিকে, এডিসি ভোটের দিন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেব রায়ের গাড়িতে হামলার ঘটনায় তিপরা মথার চার দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ তিনজনকে আটক করলেওনিসাধন জমাতিয়া, বিবেকানন্দ দেববর্মা ও নারায়ণ জমাতিয়া২০ এপ্রিল আদালতে তোলার পর তারা জামিনে মুক্তি পেয়ে যায়। এরপর থেকেই এলাকায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ।

বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ধারায় মামলা না করায় তারা সহজেই জামিন পেয়ে যায়। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে কাকড়াবন থানায় বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভ চলাকালীন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে থানার ওসি জয়ন্ত মালাকার বাইরে এলে তাকে ঘিরে ধরে থানার ভেতরে ঢুকিয়ে তালাবন্দি করে দেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সমস্ত ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং হিংসা ছড়ানোর জন্য কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। খোয়াই জেলা পরিদর্শন ও সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করার পর এই কঠোর বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

খোয়াই জেলা পরিদর্শন

মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত ১৭ এপ্রিল এডিসি নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে কিছু জায়গায় আগুন, হামলা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এবং পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আর আমাকে ১৮ এপ্রিল একটি নির্বাচনী প্রচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যেতে হয়েছিল এবং ১৭ এপ্রিল সমস্ত নেতৃত্ব পশ্চিম, দক্ষিণ এবং খোয়াইয়ের মতো অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে একটি বৈঠক করেছিলেন। এর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং আমি কলকাতায় রওনা দিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলাম। এটি একটা ক্যান্সার রোগের মতো। ১৯৭০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিন্ময়ী মন্দিরের উদ্বোধনে

কিছু অশুভ শক্তি সমাজে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে ঃ মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল ।। আধ্যাত্মিকতা ও সেবার এক অনন্য সমন্বয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর মহকুমার অন্তর্গত ফকিরমুড়া গ্রাম এক ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী হয়ে রইল। ২১শে এপ্রিল ২০২৬, মঙ্গলবার, আদি শঙ্করাচার্যের পুণ্য তিথিতে মা ত্রিপুরেশ্বরীর উদ্দেশে নিবেদিত 'মা সৌন্দর্য চিন্ময়ী মন্দির'-এর শুভ দ্বারোদ্ঘাটন হয়। একইসঙ্গে চিন্ময় মিশনের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই পুণ্য প্রাঙ্গণে এক গভীর জাতীয়তাবাদী ও আধ্যাত্মিক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সূচনায় ত্রিপুরার রাজমাতা বিভু কুমারী দেবী ভারতের চিরন্তন ঐক্যের বার্তা প্রদান করেন। তিনি বলেন, "আমাদের মধ্যে বিবিধতা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের সকলের মাতৃভূমি হলো আমাদের এই ভারতবর্ষ।" তিনি প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়ে ভারতমাতার প্রতি আত্মসমর্পণের ভাবনা জাগ্রত করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পরম পূজনীয় সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। গড়িয়া পূজার পুণ্য লগ্নে উপস্থিত বিপুল জনসমুদ্রের উদ্দেশে তিনি জ্ঞান ও বোধের গভীর পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, "জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য মানে কেবল ভাষণ নয়, জ্ঞান হলো বোধ। গত দুই হাজার বছর ধরে বিশ্ব বিজ্ঞান থেকে সমাজতন্ত্র সব কিছুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু আজ বিশ্ব বুঝতে পারছে, সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজন ভারতের জীবনদৃষ্টিভঙ্গি ও সনাতন ধর্মের পথনির্দেশ।" তিনি মন্দিরের সামাজিক ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে বলেন, "মন্দির কেবল উপাসনার স্থল নয়, এটি ছিল ভারতীয় সমাজজীবনের কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমান যুগে শক্তির পাশাপাশি ভক্তিও প্রয়োজন।" সরসংঘচালক দক্ষিণ ভারতের সেবামূলক কাজের বিশেষ উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি সবার সঙ্গে মিলেমিশে থেকে সেবা করেন, সমাজ তাঁকেই চিরদিন স্মরণ রাখে এটাই ভারতের প্রকৃত সংস্কৃতি।

দেশের ঐক্য ও সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার ওপর জোর দিলেন মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, ভারতের শক্তি তার বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত, আর সেই শক্তিকে দুর্বল করার জন্যই কিছু অশুভ শক্তি সমাজে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে।

তাঁর কথায়, "ভারত যদি তার শতাব্দীপ্রাচীন শক্তিবৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়ার অভিযোগে যুবককে বেধড়ক মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ এপ্রিল ।। পরকীয়ার অভিযোগে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের এক সিকিউরিটির কর্মীকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে বেধড়ক পেঠালো এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাইবাড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, গামাইবাড়ি এলাকার বিমল মালাকারের স্ত্রীর সাথে একই এলাকার হাসপাতালে কর্মরত সিকিউরিটি কর্মী রাজিব মালাকারের অবৈধ সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে, এমনটাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে মনুবনকুলে বিজেপির পার্টি অফিসে আগুন, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল ।। সোমবার গভীর রাতে মনুবনকুলের নূতনবাজার এলাকায় অবস্থিত বিজেপির একটি দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তিপরা মথা সমর্থিত দুষ্কৃতীরাই এই অগ্নিসংযোগের সঙ্গে জড়িত। যদিও এ বিষয়ে তিপরা মথার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বিপুল ভৌমিকসহ অন্যান্য নেতৃত্ব ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পরে পুলিশ প্রশাসনের কাছেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে, একই দিনে মনুবনকুল পুরান বাজার এলাকায় অবস্থিত আরও একটি বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এডিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রক্তের তীব্র সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ এপ্রিল ।। উত্তর জেলার প্রধান স্বাস্থ্যকেন্দ্র ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল বর্তমানে তীব্র রক্তসংকটে ভুগছে। মুমূর্ষু রোগীদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হলেও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে মিলছে না পর্যাপ্ত রক্ত, ফলে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে রোগী ও তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হরমুজ প্রণালীতে ভারতীয় জাহাজ নিরাপদ চলাচল নিয়ে ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ বিদেশ মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস)।। পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমইএ) এবং ওই অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখছে ভারত। মঙ্গলবার এক আন্তঃমন্ত্রকীয় সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানান এমইএ-র মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

তিনি বলেন, ইরান-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে যাতে হরমুজ প্রণালী-এর মাধ্যমে ভারতীয় জাহাজগুলির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা যায় এবং সেখানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা বজায় থাকে।

জয়সওয়াল জানান, "আমরা পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির উপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখছি এবং উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল সম্প্রতি রিয়াদ সফর করে সৌদি আরবের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এর আগে বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফর করেন এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী কাতার সফরে যান। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকও উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছে।

এই আলোচনাগুলিতে জ্বালানি, প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ এবং পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাঁই দুটি বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল ।। উনকোটি জেলার গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় মঙ্গলবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুটি বসতঘর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহা সমারোহে পালিত গড়িয়া পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল ।। আজ ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া পূজা ঘিরে উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছে গোটা ত্রিপুরা। জাতি-জনজাতি নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে পালিত হচ্ছে এই পূজা। বিশেষ করে জনজাতি ও জমাতিয়া সম্প্রদায়ের কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

উপজাতিদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব গড়িয়া পূজা এদিন রাজ্যের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈশাখ মাসের ৭ তারিখে প্রতিবছর পালিত এই পূজাকে কেন্দ্র করে প্রায় এক মাস ধরে চলেছে বিভিন্ন প্রস্তুতি। উৎসবকে ঘিরে গ্রাম থেকে শহরসব জায়গাতেই দেখা গেছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উপজাতি

সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখে বাবা গড়িয়ার আরাধনায় মগ্ন হন। ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রায় প্রতিটি উপজাতীয় পরিবারেই পালিত হয়েছে এই পূজা। আদি রীতি অনুযায়ী বলি প্রথাও অনেক জায়গায় পালন করা হয়েছে, যা দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ।

রাজধানী আগরতলা ও শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে যেখানে উপজাতি জনগোষ্ঠীর বসবাস বেশি, সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সার্বজনীনভাবেও পূজার আয়োজন করা হয়েছে। পূজা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, মন্ত্রী রতনলাল নাথ, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের বার্তায় উৎসবের মাধ্যমে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন আরও দৃঢ় হোক, সেই কামনাই প্রকাশ পায়।

মূলত, গড়িয়া উৎসব মূলত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 22-04-2026, 00:22

জাগরণ
আগরতলা, ২২ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
৮ বৈশাখ, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

গড়িয়া পুজা জাতি উপজাতির মেলবন্ধনের অনন্য উৎসব

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম প্রধান এবং বর্ণাঢ্য উৎসব হইলো গড়িয়া পূজা। এটি মূলত ত্রিপুরার আদিবাসী জনজাতির বিশেষ করিয়া ককবরক ভাষী জনগোষ্ঠী কৃষি ও সমৃদ্ধির উৎসব। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু করিয়া বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই উৎসব অত্যন্ত ধুমধাম করিয়া পালিত হয়।গড়িয়া দেবতাকে ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজ ''গৃহদেবতা'' এবং ''ফসলের দেবতা'' হিসেবে গণ্য করে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, গড়িয়া বাবা সন্তুষ্ট থাকিলে কৃষি ফলন ভালো হয়, গবাদি পশু সুরক্ষিত থাকে এবং পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকে। গড়িয়া পূজা মানেই জুম চাষের শুভ সূচনা এবং পুরনো বছরের বিদায় জানাইয়া নতুন বছরকে বরণ করিয়া নেওয়া।সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু হইয়া সাত দিন ধরিয়া এই পূজা চলে। মূল পূজা হয় বৈশাখ মাসের ৭ তারিখে।গড়িয়া পূজার রীতিনীতি বেশ স্বতন্ত্র এবং প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী।গড়িয়া পূজায় কোনো মাটির মূর্তি ব্যবহার করা হয় না। পরিবর্তে বাঁশ দিয়া একটি বিশেষ কাঠামো তৈরি করা হয়। দুটি বাঁশকে আড়াআড়িভাবে বাধিয়া তাসাতে ফুল, মালা এবং রিশা দিয়া সাজানো হয়। একেই ''গড়িয়া বাবা''র প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়।পূজার প্রধান পুরোহিতকে বলা হয় ''অচাই''। তিনি মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে দেবতার আরাধনা করেন।দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে চালের গুঁড়ো দিয়া তৈরি পিঠা, মদ এবং মোরগ বা পাঠা বলি দেওয়ার প্রথা রহিয়াছে।গড়িয়া পূজা মানেই হইলো আনন্দ, গান আর নাচ। এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হইলো গড়িয়া নৃত্য।আদিবাসী যুবক-যুবতীরা দল বাধিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ঢাক ও বাঁশির সুরে গড়িয়া নৃত্য পরিবেশন করে। এই নাচের মুদ্রাগুলো মূলত কৃষিকাজের বিভিন্ন ধাপ যেমন- বীজ বপন, ধান কাটা ফুটাইয়া তোলে।নাচের দলটি যখন কোনো বাড়িতে যায়, গৃহস্থরা তাহাদের সাধ্যমতো চাল, টাকা বা খাবার দিয়া আপ্যায়ন করেন। একে একটি পবিত্র আশীর্বাদ হিসাবে ধরা হয়।ত্রিপুরার প্রায় প্রতিটি আদিবাসী পল্লীতেই এই পূজা হয়। সরকারিভাবেও বিশাল আয়োজনে গড়িয়া উৎসব পালিত হয়।গড়িয়া পূজা কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি ত্রিপুরার বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ এই উৎসবে মাতিয়া ওঠে। এটি মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের কথা মনে করাইয়া দেয়।গড়িয়া পূজা হইলো ত্রিপুরার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রাণস্পন্দন। এর মাধ্যমে যেমন ধরিত্রী মায়ের কাছে ফসলের প্রার্থনা করা হয়, তেমনি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় হয়।

গড়িয়া মূলত ত্রিপুরা রাজ্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র উৎসব। এটি শুধু একটি পূজা নয়, বরং রাজ্যের আদিবাসী বা উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র। গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করিয়া উপজাতি জনগণ দারুণভাবে উৎসাহিত হন। গড়িয়া দেবতাকে মূলত কৃষি ও সমৃদ্ধির দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়। জুম চাষের শুরুতে এই পূজা হয়, তাই উপজাতি জনগণের প্রধান প্রত্যাশা থাকে: যেন নতুন বছরে জুম চাষে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়।কৃষিকাজের জন্য পর্যাপ্ত বৃষ্টির আশীর্বাদ চাওয়া হয়।ঘরের পালিত পশুপাখি যেন রোগমুক্ত থাকে এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়।ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্তরে উপজাতি জনগণ এই পূজা থেকে যাহা আশা করেন তাহা হইলোপরিবারের সদস্যরা যেন সারাবছর রোগ-ব্যাধি থেকে দূরে থাকেন। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অমঙ্গল থেকে রক্ষার জন্য গড়িয়া বাবার কাছে প্রার্থনা জানানো হয়।এই উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন পাড়া ও গোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়।গড়িয়া পূজা কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি আনন্দেরও উৎসব। এর মাধ্যমে তারা আশা করেন:গড়িয়া নাচের নিজেদের আদিম সংস্কৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলিয়া ধরিতে।এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়া উৎসবে শামিল হওয়া এবং দীর্ঘদিনের মান-অভিমান ভুলিয়া একত্রিত হওয়া।পূজার সময় উপজাতি জনগণ নিষ্ঠার সাথে কিছু প্রথা মানিয়া চলেন যাহা তাহাদের বিশ্বাসের অংশ। বাঁশকে দেবতার প্রতীক হিসেবে সাজাইয়া তোলা হয়।রীতি অনুযায়ী মোরগ বা অন্যান্য পশু উৎসর্গ করিয়া দেবতার সন্তুষ্টি অর্জন করিবার চেষ্টা করা হয়।সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গড়িয়া বাবা উপজাতি জনগণের কাছে একাধারে রক্ষাকর্তা এবং অন্নদাতা। তাহারা বিশ্বাস করেন, বাবা সন্তুষ্ট থাকিলে সারা বছর তাহাদের ঘর ধন-ধান্যে ভরিয়া থাকিবে এবং জীবন হইবে নিরাপদ।

২৭ এপ্রিল রাজস্থান সফরে বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন

জয়পুর, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন আগামী ২৭ এপ্রিল রাজস্থান সফরে যাবেন বলে দলীয় সূত্রে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে।

এই সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সংগঠন স্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সফরকালে দলীয় সংগঠন মজবুত করা এবং ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, নীতিন নবীন ২৭ এপ্রিল সকালে জয়পুরে পৌঁছে সোজা টঙ্ক-এ যাবেন। সেখানে তিনি বিজেপির জেলা কার্যালয়ের উদ্বোধন করবেন।

এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বুন্দি, প্রতাপগড়, ডুঙ্গারপুর, বারমের, পালি এবং চুরু জেলার দলীয় কার্যালয়গুলিরও উদ্বোধন করবেন। দলীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, আরও দুটি জেলা কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে।

এরপর তিনি জয়পুরে ফিরে এসে দলীয় রাজ্য দফতরে কোর কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা নয়াদিল্লিতে নীতিন নবীনের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে রাজ্যের প্রশাসন ও দলীয় সংগঠন সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রস্তুতি, দলীয় পদে নিয়োগসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই সফরে আলোচনা হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নীতিন নবীনকে রাজস্থান সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

রাজ্য বিজেপি সভাপতি মদন রাঠোর জানিয়েছেন, দল শুধুমাত্র নিয়মিত রাজনৈতিক কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না, বরং সংগঠনকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করার দিকে জোর দিচ্ছে। সেই লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় নতুন দলীয় কার্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছে।

এছাড়া, রাজ্যস্তরে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ একটি বৃহৎ দলীয় সদর দফতর তৈরির পরিকল্পনাও বিবেচনাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে।

হরমুজ প্রণালি কীভাবে ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হয়েছে

জিয়ার গোল

ইরান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে ৪০ দিনের সংঘর্ষের পর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষ্কার হয়েছে। সেটি হলো, ইরানের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়তো তার পারমাণবিক সক্ষমতা নয়, বরং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল ব্যাহত করার ক্ষমতা।

সংঘাতের শুরুর সময় থেকে অনেকেই এই যুদ্ধকে ইরানের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা হিসেবে দেখেছিলেন, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও নেতাদের লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমা হামলা চালানো হয়। এর জবাবে ইরানও যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় মিত্রদের লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। তবে সংঘাত বাড়তে থাকলে ইরান তাদের কৌশল বদলে ফেলে।

তারা হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে বাধা দেওয়ার দিকে মনোযোগ দেয়। হরমুজ প্রণালি হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকীর্ণ জলপথ, যা পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত করে।

বিশ্বের বড় একটি অংশের তেল ও গ্যাস এই পথ দিয়েই আন্তর্জাতিক বাজারে যায়। তাই এই প্রণালির ওপর দিয়ে জাহাজ চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে বড় প্রভাব পড়ে। ইরানের নতুন এই কৌশলের কারণে দ্রুতই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়। কারণ তাদের অর্থনীতি নির্ভর করে এই প্রণালি দিয়ে অব্যাহতভাবে তেল ও গ্যাস পরিবহনের ওপর। ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) কর্মকর্তারা বুঝেছেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ সংকীর্ণ পথটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে প্রচলিত সামরিক সংঘাতের চেয়ে বেশি কৌশলগত সুবিধা পাওয়া যাবে। বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহকে হুমকির মুখে ফেলে ওয়াশিংটনকে তাদের কৌশল পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে ইরান। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি আলোচনার শর্ত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে এই জলপথ পুনরায় খুলে দেওয়া ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে। ইরান নিয়মিতভাবে হুমকি দিয়ে এসেছে যে, তাদের ওপর আক্রমণ হলে তারা এই প্রণালি বন্ধ করে দেবে। তবে এর আগে কখনোই এটি পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি। এমনকি ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ সালের ইরান- ইরাক যুদ্ধের সময়, যখন তেলবাহী জাহাজে হামলা হয়েছিল, তখনও এই প্রণালি পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি।

বর্তমানে ইরানের কিছু সামরিক কমান্ডার ও কর্মকর্তারা এই প্রণালিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ভবিষ্যতে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করছেন। ইরানের পার্লামেন্ট বিশেষ করে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিশন ইতোমধ্যে এই প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোর ওপর শুল্ক আরোপের একটি খসড়া প্রস্তাব দিয়েছে। ইরানের এক পার্লামেন্ট সদস্য প্রস্তাব করেছেন, প্রতি তিন ব্যারেল তেলের জন্য এক ডলার করে চার্জ আরোপ করা যেতে পারে। বিজয়ের চিত্র-

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম যুদ্ধবিরতির পর বিজয়ের একটি চিত্র তুলে ধরে। কুয়েতে অবস্থিত ইরানি দূতাবাস থেকে ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলী খামেনিকে নিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়। যার শিরোনাম ছিলো, 'যখন আল্লাহর সাহায্যে সফলতা ও বিজয় অর্জিত হয়'।

এটি ইরানের ভেতরে প্রচারিত সেই বার্তাকেই তুলে ধরে, যেখানে বলা হচ্ছে যে, দেশটি বিদেশি চাপকে সফলভাবে প্রতিরোধ করতে পেরেছে। আইআরজিসি'র ঘনিষ্ঠ ফার্স্ট নিউজ বলেছে, ইরানের যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়া, আর মার্কিন সেনা প্রত্যাহার কথা বলা আছে। ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তারাও একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্টের মতে এই যুদ্ধবিরতি 'খামেনির মতবাদের' বিজয়। এর মাধ্যমে মূলত ইরানের সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনিকে বোঝানো হয়েছে, যিনি যুদ্ধের শুরুর দিকে নিহত হন। একই সময়ে, সাবেক আইআরজিসি প্রধান ও ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা মোহসেন রেজায়ি সতর্ক করে বলেন, ইরানি বাহিনী এখনো সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় আছে এবং তাদের 'আঙুল ট্রিগারে রয়েছে'। অর্থাৎ ইরানের সেনারা যেকোনো মুহূর্তে হামলার জন্য প্রস্তুত।

তবে বিজয়ের এই বয়ানের আড়ালে প্রকৃত বাস্তবতা অনেক বেশি ভঙ্গুর। ইরানের সামরিক বাহিনী উল্লেখযোগ্য ক্ষতির মুখে পড়েছে, এবং দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞার চাপে থাকায় দেশটির অর্থনীতি আরও খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে। সংঘাত চলাকালে অন্তত ১৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, যাদের অনেকের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ ছিল এবং বেশ কয়েকজনকে জানুয়ারির দেশব্যাপী বিক্ষোভ থেকে আটক হয়েছিলো। এই পদক্ষেপগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, দেশের ভেতরে ভিন্নমত নিয়ে সরকার গভীর উদ্বেগে রয়েছে, তাই তারা আবার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। শান্তি আলোচনার আগে হরমুজ প্রণালি আবার খুলে দেওয়া ছিল যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান দাবি। কিন্তু এটি বাস্তবায়ন সহজ ছিল না বলেই মনে হচ্ছে। বুধবার ইরান সতর্ক করে যে, রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের অনুমতি ছাড়া প্রণালি দিয়ে যেসব জাহাজ চলাচল করবে, সেগুলোকে 'লক্ষ্যবস্তু করা হবে এবং ধ্বংস করা হবে'। পরে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই 'অগ্রহণযোগ্য' প্রতিবেদনের বিষয়ে জেনেছেন, তবে তিনি বলেন, গোপনে বা ব্যক্তিগতভাবে যা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে এসব কথা মিলছে না। ইরানের উপ- পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ খাতিবজাদেহ বিবিসিকে বলেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেন সবাই নিরাপদে চলাচল করতে পারে সেই 'নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে' ইরান। তিনি বলেন, এই প্রণালি হাজার বছর ধরে উন্মুক্ত ছিল, যতক্ষণ না যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ শুরু হয়। তবে তিনি বলেন, এই প্রণালি পুনরায় তখনই খুলে দেওয়া হবে, 'যখন যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে এই আগ্রাসন বন্ধ করবে,' যা সম্ভবত লেবাননে ইসরায়েলের হামলার দিকে ইঙ্গিত করে। খাতিবজাদে আরো বলেন, ইরান 'আন্তর্জাতিক নীতি ও আন্তর্জাতিক আইন' মেনে চলবে, তবে তার মতে, এই প্রণালি আন্তর্জাতিক জলসীমার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং নিরাপদ চলাচল 'ইরান ও ওমানের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে'। প্রণালিটি আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইন এবং জাতিসংঘের সমুদ্র আইন সনদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যার লক্ষ্য বেসামরিক নৌ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বিপজ্জনক নজির- তাহলে ইরান এখন পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে কী করতে পারে? ইরানের পার্লামেন্টে প্রণালি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যে প্রস্তাবটি তোলা হয়েছে, তাতে মোট নয়টি ধারা রয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারায় বলা হয়েছে, 'শত্রুপক্ষের জাহাজগুলোকে এই প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া হবে না'। বিকল্প হিসেবে, ইরান নিজেই জাহাজ চলাচলের সব সেবা দেওয়ার কথা জানিয়েছে।

ইরান বলেছে, এই পথে জাহাজ চালাতে হলে কোম্পানিগুলোকে সেই বাবদ অর্থ ইরানের মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে, ইরানের কোনো একটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রাখতে হবে, আর জাহাজগুলো কী ধরণের মালামাল বহন করছে তা জানাতে হবে। এটি একটি অত্যন্ত জটিল প্রস্তাব এবং এখনো এ বিষয়ে ভোটগ্রহণ হয়নি। যদি ইরান হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের ওপর শুল্ক আরোপ করে, তাহলে মূল প্রশ্ন হবে, যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা ও আঞ্চলিক মিত্ররা এই পদক্ষেপ মেনে নেবে কি না।

সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে, এর বিরুদ্ধে অনেক বিরোধিতা থাকবে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্ররা মনে করে সমুদ্রে স্বাধীনভাবে চলাচল করা তাদের একটি মৌলিক নীতি।

তাই এমন কোনো শুল্ক আরোপ হলে সেটা একটা বিপজ্জনক নজির স্থাপন করবে বলে মনে করা হবে। যদি ইরান এতে সফল হয়, তাহলে একে একটি বড় কৌশলগত এবং প্রতীকী বিজয় হিসেবে দেখা হবে, যা প্রমাণ করবে যে তারা বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। তবে এখানেও অনেক বড় ঝুঁকিও আছে। এ ধরনের পদক্ষেপ উল্টো ফল দিতে পারে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ, নেটোর সদস্য দেশ এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলো একজোট হয়ে ইরানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে এবং তারা ইরানের বিরুদ্ধে সমন্বিত হয়ে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি সামরিক পদক্ষেপও নিতে পারে।

ইতিহাসের স্বর ও লিপি

স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিটে জন্ম হলেও, স্মৃতি নেই। 'ছোটবেলা' বলতেই মনে পড়ে বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট। পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি, সেই সঙ্গে সা রে গা মা শেখারও শুরু। বাবা (সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) কাগজের টুকরোয় সা রে গা মা লিখে আঠা দিয়ে সেগুলিকে হারমোনিয়ামের পর্দায় জুড়ে দিলেন। সেই দেখে দেখে গানের পথ চলা শুরু। আমরা ছিলাম সাত ভাইবোন। দিদি আর আমি একসঙ্গে রেওয়াজ করতাম। তিনতলা বাড়ি। বাড়ির মালিক জানকীবাবু থাকতেন রাস্তার উপরের একটি বড় বাড়িতে।

এক মুসলমান ফকির আসতেন পাড়ায়। একহাতে জ্বলন্ত প্রদীপ আর অন্যহাতে চামর। তাঁকে খুব ভয় পেতাম। মা বলতেন, 'ওই দ্যাখ, মুশকিল আসান আসছে। তোকে ধরিয়ে দেব।' দুপুরবেলায় 'ভালো নাচবি খাঁদিরে' হেঁকে হেঁকে ফেরিওয়ালা আসত। রকমারি পসরা। রবারের তৈরি এরোপ্লেন, পাখি— এইসব খেলনা দেদার বিক্রি হত। তবে ছোটবেলায় দেখা সবকিছুই যে খুব সুন্দর, এমনটা বললে ভুল হবে। একবার দোলের দিন পাশের পাড়ার কয়েকজন মিলে একজন আলাভোলা গোছের লোককে পাকড়াও করে, এক হাঁড়ি বিষ্ঠা তার মাথার উপর চাপিয়ে, সেই হাঁড়ি সবাই মিলে লোকটির মাথার উপরেই ভেঙেছিল! নিজেদের জাতির উপর ঘেন্না ধরে যাওয়ার মতো ঘটনা। এসব আকছার ঘটত তখন। সব মিলিয়ে একটা অন্যরকম সময়। তখন ছুটি পড়লেই সপরিবার যেতাম দেশের বাড়ি, বিষ্ণুপুরে। ওখানকার খোলামেলা আবহাওয়া, গড়, টেরাকোটার মন্দির, গানের আবহ--- এসব কিছুদিন ভালো লাগলেও, ক'দিন বাদ থেকেই কলকাতার জন্য ভীষণ মনকেমন করত।

ছেলেবয়সের আরেকটা ঘটনাও খুব মনে পড়ে, ১৯৩৪ সালের ভয়ংকর ভূমিকম্প! কলকাতায় তা টের পাওয়া গেলেও মুঙ্গের একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি মুঙ্গের গিয়েছিলাম তার অনেকটা পরে। তখনও পর্যন্ত এরকম বিপর্যয় চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়নি। গিয়ে দেখি মুঙ্গের সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ! ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে কেবল। হাতে-গোনা কয়েকটি বাড়ি গোটাগুটি রয়েছে।

বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট সোজা গিয়ে যেখানে বিডন রো-র সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে, সেখানে ছিল প্রচুর বড়লোকদের বাস। ডানদিকে ভদ্রপাড়া আর তার ঠিক উল্টোদিকে প্রচলিত ভাষায় 'খারাপ পাড়া'। আমাদের বাড়ির একজন কাজের লোক, সে খুব জানত— বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট দিয়ে যদি বিডন পার্কে যাই তাহলে তা দিব্য যাওয়া যায়, কিন্তু সে ইচ্ছে করে ও-পথে না-গিয়ে আমাদের ওই 'খারাপ পাড়া' (গরানহাটার রাস্তা) দিয়েই রোজ বিকেলে পার্কে নিয়ে যেত। আমি দেখতাম, ওই পথে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ি লোকে বোঝাই। মেয়েরা সেজেগুজে রাস্তায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সব বুঝতাম না, কিন্তু ব্যাপারটা গোলমেলে, সে আভাস টের পেতাম। অদ্ভুত বৈপরীত্য! একদিকে দেহোপজীবিনীদের হাতছানি, অন্যদিকে নিস্তরঙ্গ মধ্যবিত্ত জীবন। এরই মাঝবরাবর অবস্থিত ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়াশুনো করত উত্তর কলকাতার ছেলেপুলেরা।

হ্যাঁ, আমি বেশ কিছুদিন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়ার পর ক্লাস এইটে অন্য স্কুলে চলে যাই। শ্যামবাজারের পার্ক ইন্সটিটিউশন। যাই হোক, ওরিয়েন্টালের সে সময়ে খুব দাপট! বিরাট তিনতলা বিল্ডিং, বাঘা বাঘা সব মাস্টারমশাই পড়াতেন সে ইশকুলে। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলোর খুব চল ছিল। ইশকুলের ছিল নিজস্ব খেলার মাঠ। ফুটবল গ্রাউন্ড, ব্যাডমিন্টন কোর্ট— দুই-ই ছিল, সেইসঙ্গে আলাদা জিমন্যাশিয়াম। ফলে বিকেলটা বেশ এনজয় করতাম আমরা। ফুটবল গ্রাউন্ডেই বেশিরভাগ সময়টা কাটত। ইশকুলের স্পোর্টসও ছিল দেখার মতো। কীভাবে যেন স্কুলে চাউর হয়ে গিয়েছিল যে, আমি গাইয়ে বাড়ির ছেলে। ব্যস, পরদিনই একজন স্যর এসে ধরেছেন--- 'অ্যাই, তোর বাবাকে এই গানটা দিবি, দিয়ে বলবি এতে সুর বসিয়ে দিতে। আর তুই এটা গাইবি স্কুলের অ্যানুয়াল প্রোগ্রামে।' গানটার কথাগুলো এখনও মনে আছে, 'আয় তোরা কে পাগল হবি।' বাবা সে গানে সুর করে দিয়েছিলেন আড়ানা-র উপর। মুশকিল বাধল অনুষ্ঠানের দিনে। আমার ডাক পড়েছে যথাসময়ে। স্টেজে গাইতে হবে আমায়। ভয়ে ভয়ে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠে গেল। এ কী! দর্শকাসন যে লোকে লোকারণ্য! দেখে আমি রীতিমতো নার্ভাস! ঘাবড়ে গিয়ে পড়িমড়ি সোজা উইংসের দিকে দৌড়! কিন্তু বিধি বাম। শিক্ষক এবং অন্যান্য লোকজন তাড়া দিয়ে ফের আমায় স্টেজেই ঠেলে দিলেন। বিষম পরিস্থিতি। আমি একবার এগিয়ে, আবার পিছিয়ে, শেষমেশ স্টেজের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে কোনওমতে গানটা গাইলাম। গান যেমনই হোক, অনেকের ভালো লেগেছিল। প্রাইজ-টাইজও পেয়েছিলাম সেদিন।

অপূর্ব সব শিক্ষক পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে খুব মনে পড়ে ভূষণচন্দ্র রায়ের কথা। উনি ছিলেন আমাদের হেডমাস্টারমশাই। শর্ট-হাইট, কিন্তু চেহারার মধ্যে গাম্ভীর্য ছিল খুব। আমরা ভয় পেতাম। স্যররা ছিলেন ভয়ানক কড়া, তাঁদের শাসনের বহরও ছিল তেমনই। হয়তো ক্লাসে কোনও একটি ছাত্র বানান ভুল করেছে, অমনি স্যরের হাঁক শোনা যেত, 'অ্যাই গোবিন্দ, বেঞ্চের উপর! বেঞ্চের উপর!' অর্থাৎ বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশ। ছেলেটি মুখ চুন করে বেঞ্চে উঠে দাঁড়াতেই, আরেকটি ছাত্রকে স্যর ডেকে বললেন, 'ও কিচ্ছু বানান শেখেনি, ওর কান মুলে দে।' অন্য ছেলেটি জো পেয়ে এমন জোরে কান মুলেছে যে গোবিন্দর চোখ বেয়ে দরদর করে জল। পরে গোবিন্দ ধাতস্থ হয়ে বলেছিল, 'আমারও টার্ন আসবে, তখন দেখে নেব!' এখন এসব ভাবলে গল্পকথা বলে মনে হয়।

আর ছিল 'গাধার টুপি' মাথায় পরানো। কথায় কথায় এই শাস্তি বরাদ্দ হত তখন। সেই টুপি পরিয়ে দোষী ছাত্রদের ইশকুলের গোটা হলঘর ঘোরাতেন একজন মাস্টারমশাই। অন্যান্য ছাত্র সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত আর হাসত। তখনকার দিনে এমন সব অদ্ভুত ব্যবস্থা ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে।

শুধু তাই-ই নয়, আপনাকে বলি, আমার দাদু, বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবাদপুরুষ, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন বর্ধমান মহারাজার সভাগায়ক। ওরকম পণ্ডিত লোক আমি দেখিনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ভয়ংকর শ্রদ্ধা করতেন দাদুকে। দাদু আমায় অসম্ভব স্নেহ করতেন। একদিন আমি আবদার করে বললাম, 'দাদু, আপনি কেদার রাগের উপরে একটা গান আমাকে দিন। এমন গান, যা আমার বাবা অথবা কাকা (রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) জানেন না, এবং কোনও বইয়েও যে গান লেখা নেই!' দাদু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে গান গেয়ে শুনিয়ে দিলেন, তারপর বললেন, 'লেখো, গানের কথাগুলো মন দিয়ে লিখে নাও।' আমিও দ্রুতবেগে সে গানখানা নোট করে নিলুম— 'ও জানে না রে, এরি মায়ে আপন কো'। এ যে কত বড় সম্পদ আমার কাছে! আমার ছোটবেলা থেকেই দাদুর এই বিপুল খ্যাতির বহরটা আমি টের পেয়েছিলাম। বিশেষ করে একটি করুণ অভিজ্ঞতার কথা বলতেই হয়— তখন দাদু ছ' নম্বর বার বিবাহ করেছেন। একটি প্রথম সারির দৈনিকে সে খবর ফলাও করে ছেপেছে। পরদিন স্কুলে গিয়ে ক্লাসে ঢুকতেই মাস্টারমশাই হেসে হেসে বলে উঠলেন, 'কী রে, তোর দাদু এ কী কাণ্ড করল? শেষে ৬০ বছর বয়সে গিয়ে আবার বিয়ে!'— পুরো ক্লাসের সামনে এমন কথা শুনে আমি একেবারে অপ্রস্তুত। কী বলব, বুঝতেই পারছিলাম না। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এর বহু পরে, যখন আমি শাস্ত্রীয় সংগীতের অধ্যাপনা করি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, তখন শেষ বয়সে দাদুকে একবার হুইলচেয়ারে করে আনা হয়েছিল ক্যাম্পাসে। ওঁকে দেখতে ভিড়ে ফেটে পড়েছিল জোড়াসাঁকো চত্বর।

যতদূর জানি, তানসেন বংশের একজন গায়ক বাহাদুর খাঁ-র হাত ধরে বিষ্ণুপুর ঘরানার সূত্রপাত ঘটে। সে সময়ে ধ্রুপদের চর্চা শুরু হয়, এরপর রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের গায়নশৈলীর হাত ধরে বাংলার একমাত্র সংগীত ঘরানা পরিপূর্ণ রূপ পায়। তারপর ক্রমানুযায়ী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রতিভায় ভিত শক্ত হয় এই ঘরের।

যে-কথা আগেই বলছিলাম, আমি ছোটবেলা থেকে বাবার কাছেই গান শিখেছি। সেতার শিখেছি। বাবা রোজ আমাকে নিয়ে বসতেন। ছোট থেকেই ভালো ভালো গান শোনার সুযোগ পেয়েছি। বাবা ছিলেন অত্যন্ত শৌখিন। তামাক খেতেন গড়গড়ায়, নলের মুখে ছিল রুপোর হাতি খোদাই করা নকশা। যেদিন অনুষ্ঠান থাকত, সেদিন দুপুর থেকে বাবা নিজের হাতে কাপড় কুঁচোতেন। একটা পাল্লাদার শাল গায়ে দিতেন, যার দাম সেই আমলেই ছিল হাজার টাকা। শিকারের শখ ছিল, সেজন্য ওয়েবলি স্কটের একটি ডাবল ব্যারেল বন্দুকও ব্যবহার করতেন। রাগ চেনানোর জন্য বাবার একটা সুন্দর ও সহজ পদ্ধতি ছিল--- যে রাগগুলো শিখেছি, তার থেকে একটা মনে মনে বেছে নিয়ে এসরাজে বাজিয়ে বলতেন, 'বল তো এটা কোন গানের মতো?' হয়তো বললাম, এটা 'সুমরন কীজে রামচন্দ্রকো'-র মতো, বাবা খুশি হয়ে বলতেন, 'মনে রাখবি, একে ইমন বলে, ভুলিসনি।' বাবার হাতের লেখায় আমার ছেলেবেলাকার গানের খাতাটি সযত্নে রেখে দিয়েছি। তাতে প্রতি রাগের আরোহণ, অবরোহণ, বাদী-সম্বাদী, গাওয়ার সময় ও রূপ লেখা আছে। তার সঙ্গে আছে গান আর ছোট ছোট তানও। খাতাটির ঐতিহাসিক মূল্য আমার কাছে অপরিসীম।

কোনও দিন ভালো গাইতে পারলে বাবা বলতেন, 'দ্যাখ, কী সুন্দর শুদ্ধ সুর লাগিয়েছিস— এইটাই হচ্ছে আসল গান।' আবার মারধরও খেয়েছি। একবার পঞ্চম ঠিক করতে গিয়ে উল্টে খরজে চাপ পড়ে গেল। বাবার হাতে তখন একটা হাতুড়ি ছিল— সরাসরি মাথায় ফটাসকরে মারলেন! আমি এমন চিৎকার করলাম যে, মা দৌড়ে চলে এলেন। মা আসতেই বাবা বললেন, 'দাঁড়িয়ে কী দেখছ? যাও, বরফ নিয়ে এসো।' আর একদিন রাতে বাড়ি ফিরে বাবার প্রথম প্রশ্ন— 'অমিয় গান সেধেছে আজ?' মা বললেন, 'না।' ব্যস, অমনি চুলের মুঠি ধরে ঘুম থেকে টেনে তুলে বাবা আমায় বসিয়ে দিলেন রেওয়াজে। তখন এমনই শাসন ছিল এইরকম কঠোর শাসন যে শুধু আমাদের বাড়িতেই বা ঘরানাতেই ছিল তা নয়— একবার সরোদিয়া শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় নিজের কপালের দাগ দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই দাগটা দেখছ? আলাউদ্দিন খাঁ-এর লাঠির ঘায়ে হয়েছে।' ওঁর থেকে শুনেছিলাম, একবার মাইহারে বাবা আলাউদ্দিন খাঁ শ্যামবাবুকে বলেছেন কয়েকটি বোল সরোদে অভ্যাস করতে। শ্যামবাবু তা করেননি। সপাটে লাঠির বাড়ি পড়ল মাথায়! আলাউদ্দিন হুকুম জারি করলেন, সেদিন শ্যামবাবুর খাওয়া বন্ধ। শাস্তি হিসেবে সারারাত ধরে রেওয়াজ করতে বলে ওঁকে ঘরে বসিয়ে, বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে গিয়েছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ। তারপর ঘণ্টাখানেক কেটেছে, এমন সময় শ্যামবাবু খেয়াল করলেন তালা খোলার আওয়াজ। ঘরে ঢুকলেন গুরু আলাউদ্দিন। শিষ্যের দিকে তাকিয়ে করুণ হেসে বললেন, 'আমিও আজ খাইনি রে।' ভাবতে পারা যায়! এ অন্য জগৎ। এমন গুরু-শিষ্যের যোগ আজকের দিনে কোথায় হবে? সে পরিবেশ, পরিস্থিতি, সে মানসিকতা এবং সর্বোপরি অমন অসীম প্রতিভাধর শিল্পীরাও আজকের দিনে আর নেই। **ক্রমশঃ**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহিলা সংরক্ষণে 'গাফিলতি', সনিয়া-রাহুলের চিঠি তুলে ধরে কেন্দ্রকে নিশানা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): মহিলা সংরক্ষণ বিল বাস্তবায়নে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মঙ্গলবার দাবি করেছে, দলের শীর্ষ নেতা সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী-র একাধিক চিঠি দীর্ঘদিন উপেক্ষা করা হয়েছে।

দলীয় মুখপাত্র জয়রাম রমেশ এক্স-এ ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে লেখা সনিয়া গান্ধীর একটি চিঠি প্রকাশ করে বলেন, "কংগ্রেসের অবস্থান সবসময় স্পষ্ট ছিল। কিন্তু মোদি সরকার এই দাবি নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল এবং পরে ডিলিমিটেশনের সঙ্গে যুক্ত করে বিষয়টি বিলম্বিত করার চেষ্টা করেছে।"

তিনি আরও জানান, ২০১৮ সালের ১৬ জুলাই তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানোর জন্য সমর্থন চেয়েছিলেন।

রাহুল গান্ধীর সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল, "মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে আপনি বহুবার বক্তব্য রেখেছেন। মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করার জন্য নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়াই সেই প্রতিশ্রুতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ হতে পারে।" চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বিলটির সমর্থনে কংগ্রেস দেশজুড়ে ৩২ লক্ষেরও বেশি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিল, যাতে মহিলারা ২০১৯ সালের লোকসভা ও পরবর্তী রাজ্য নির্বাচনে আরও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেন।

জয়রাম রমেশের অভিযোগ, "আট বছর পরও প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেননি। বরং ডিলিমিটেশনের সঙ্গে যুক্ত করে সংরক্ষণ কার্যকর করার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার চেষ্টা করছেন।"

খাড়গের 'সন্ত্রাসবাদী' মন্তব্যে রাজনৈতিক ঝড়, কংগ্রেস সভাপতিকে ঘিরে তীব্র আক্রমণ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে-র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে 'সন্ত্রাসবাদী' বলার মন্তব্যকে ঘিরে মঙ্গলবার তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ ও নেতারা একযোগে কংগ্রেস ও তার সভাপতির বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়াল এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, "গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। রাহুল গান্ধী এবং এম. কে. স্ট্যালিন-এর এই অপমানের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

গয়াল আরও বলেন, এই ধরনের মন্তব্য ১৪০ কোটির বেশি ভারতবাসীর অপমান এবং নির্বাচনে এর জবাব দেবে মানুষ। অন্যদিকে বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র কংগ্রেসের "অপমানজনক মানসিকতা"-র সমালোচনা করে বলেন, এটি কোনও আকস্মিক মন্তব্য নয়, বরং পরিকল্পিতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে হেয় করার কৌশল। তাঁর দাবি, "এটি একবারের ঘটনা নয়, গত কয়েকদিন ধরে কংগ্রেস নেতৃত্ব ধারাবাহিকভাবে অপমানজনক মন্তব্য করছে।"

তিনি আরও বলেন, "এই কংগ্রেসই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পাশে দাঁড়ায়, ওসামা বিন লাদেনকে সম্মান দেখায় এবং জাকির নায়েককে 'শান্তির দূত' বলে, অথচ দেশের প্রধানমন্ত্রীকে সন্ত্রাসবাদী বলে।"

এদিকে বিতর্কের সূত্রপাত হয় তামিলনাড়ুতে এক সাংবাদিক বৈঠকে খাড়গের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। সেখানে তিনি বলেন, "মোদির দল সমতা ও ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করে না," এবং প্রসঙ্গক্রমে 'সন্ত্রাসবাদী' শব্দ ব্যবহার করেন।

তবে পরে ব্যাখ্যা দিয়ে খাড়গ বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রীকে সন্ত্রাসবাদী বলতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছি, মানুষকে আতঙ্কিত করা হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।"

এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে এবং আসন্ন নির্বাচনের আগে তা বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে।

বঙ্গ ভোট: প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে কলেজ শিক্ষকদের নিয়োগে সবুজ সংকেত কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় স্বস্তি নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-র জন্য। কলকাতা হাইকোর্ট মঙ্গলবার কলেজ শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগে কমিশনের সিদ্ধান্তকে বৈধতা দিয়েছে এবং আগের একক বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করেছে।

এর আগে ১৭ এপ্রিল বিচারপতি কৃষ্ণ রাও-র একক বেঞ্চ ইসিআই-এর এই সিদ্ধান্ত বাতিল করলেও জানিয়েছিল, যেসব কলেজ শিক্ষক ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁদের এ বার প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে কাজ করতে হবে। একইসঙ্গে কমিশনকে অন্যান্য নির্বাচনী দায়িত্বে কলেজ শিক্ষকদের নিয়োগের স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছিল।

এরপর ২০ এপ্রিল ইসিআই এই রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে। বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত-র ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর আগের নির্দেশ খারিজ করে দেওয়া হয়।

আদালত জানায়, অতীতেও বিভিন্ন নির্বাচনে কলেজ শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং তা কখনও প্রশ্নের মুখে পড়েনি।

এছাড়া, একাংশ শিক্ষক এই দায়িত্ব পালনে রাজি হলেও অন্য অংশের আপত্তির ভিত্তিতে আলাদা নিয়ম তৈরি করা যায় না বলেও পর্যবেক্ষণ করে আদালত। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন দুই দফায় ২৩ ও ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা হবে ৪ মে, একই দিনে কেরালা, আসাম, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি-র ভোটের ফলও প্রকাশিত হবে।

নেপালে এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের দুই সপ্তাহের মধ্যেই আরও এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন

কাঠমান্ডু, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): নেপালে প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ-এর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই আরও এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি জাতীয় নির্বাচনে বড় জয়ের পর রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি) সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জনমুখী রাজনীতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু এবার দলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুদান গুরুং-এর বিরুদ্ধে বিনিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগ সামনে এসেছে।

কাঠমান্ডুর সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গুরুং এমন কিছু সংস্থায় বিনিয়োগ করেছেন, যা ব্যবসায়ী দীপক ভট্ট-র সঙ্গে যুক্ত। ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগে তদন্ত চলছে।

গত ১ এপ্রিল ভট্টকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং নেপাল পুলিশের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর হেফাজতে নেওয়ার পর অর্থপাচার তদন্ত বিভাগ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

এর আগে দুই সপ্তাহ আগে আরএসপি শ্রমমন্ত্রী দীপক কুমার সাহ-কে অপসারণ করে। অভিযোগ ছিল, তিনি নিজের স্ত্রীকে স্বাস্থ্য বিমা বোর্ডে নিয়োগ করিয়ে পদমর্যাদার অপব্যবহার করেছেন। দলের শৃঙ্খলা কমিশন সেই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবার দলের ভিতরেই প্রশ্ন উঠছে, আরও গুরুতর অভিযোগ ওঠার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুরুং-এর ক্ষেত্রেও একইভাবে নিরপেক্ষ তদন্ত হবে কি না।

তবে গুরুং নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, সমস্ত শেয়ার বিনিয়োগ তিনি সম্পত্তির হলফনামায় উল্লেখ করেছেন এবং কোনও তথ্য গোপন করা হয়নি। তাঁর কথায়, "যে ব্যক্তি সম্পদ লুকোতে চায়, সে প্রকাশ্যে ২ কোটি নেপালি রুপির বেশি বিনিয়োগ দেখায় না।"

দলের একাংশের মতে, সহ মন্ত্রীকে ব্যাখ্যার সুযোগ না দিয়েই অপসারণ করা হয়েছিল, অথচ গুরুং-এর বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ উঠলেও এখনও কোনও পদক্ষেপ হয়নি।

আরএসপি মুখপাত্র মনীশ ঝা জানিয়েছেন, নেতৃত্ব বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে এবং আলোচনা চলছে। যদিও সোমবার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এই বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় ওঠেনি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আরএসপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা'-র বার্তা দিতে চাইলেও, স্বচ্ছ তদন্ত ছাড়া শুধু দলীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করলে পক্ষপাতের অভিযোগ উঠতে পারে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের জেরে কে. পি. শর্মা ওলি সরকারের পতনের পর আরএসপি নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে আসে।

তানজানিয়াকে ২ টন চিকিৎসা সামগ্রী উপহার দিল ভারত

দার এস সালাম, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): মানবিক সহায়তা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে ভারত সরকার তানজানিয়া-কে প্রায় ২ টন জরুরি চিকিৎসা সামগ্রী উপহার দিয়েছে। এই সামগ্রীগুলি দার এস সালামের শ্রী হিন্দু মন্ডল হাসপাতাল-এ হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভারতের হাই কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার (স্থানীয় সময়) এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনার বিশ্বদীপ দে হাসপাতালের ট্রাস্টি কৌশিক এল. রামাইয়া-র হাতে এই সামগ্রী তুলে দেন।

এই সহায়তার মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন কনসেন্টেটর, সাকশন ইউনিট, অক্সিমিটার, মাইক্রোস্কোপ, স্টেথোস্কোপের মতো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি।

পাশাপাশি ইনহেলার, সিরিঞ্জ, গ্লাভস, ব্যান্ডেজ ও হুইলচেয়ারের মতো প্রয়োজনীয় উপকরণও দেওয়া হয়েছে, যা চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করতে সহায়তা করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্বদীপ দে বলেন, এই উদ্যোগ ভারত ও তানজানিয়ার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে এবং জনস্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নে সহায়ক হবে।

অন্যদিকে হাসপাতালের পক্ষ থেকে কৌশিক রামাইয়া এই সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই সামগ্রী চিকিৎসকদের উন্নত পরিষেবা দিতে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করবে।

উল্লেখ্য, এর আগে চলতি বছরের ১০ ফেব্রুয়ারিতেও ভারত সরকার এই হাসপাতালকে প্রায় ১২০ মিলিয়ন তানজানিয়ান শিলিং মূল্যের বিভিন্ন জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা সরঞ্জাম দিয়েছিল। ভারত ও তানজানিয়ার মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, যা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন সহযোগিতার মাধ্যমে আরও জোরদার হচ্ছে।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে মে মাসের মধ্যেই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান: অমিত শাহ

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে আগামী মাসের মধ্যেই দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং-সহ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মঙ্গলবার সকালে কার্শিয়াংয়ের সুখনায় এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "আগামী ৬ মে আমরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব এবং এমন একটি সমাধান সামনে আনব, যা আমাদের গোরখা ভাইদের মুখে হাসি ফোটাবে। কংগ্রেস হোক বা তৃণমূল কংগ্রেসতারা দেশপ্রেমিক গোরখা ভাইদের দীর্ঘদিন বঞ্চিত করে রেখেছে।"

শাহ দাবি করেন, গত নয় বছর ধরে তিনি পাহাড়ে আসছেন এবং গোরখা সম্প্রদায়ের সমস্যা ও অনুভূতি সম্পর্কে অবগত। "গোরখা ভাইদের ইচ্ছার ভিত্তিতেই এই সমস্যার সমাধান করা হবে," তিনি বলেন।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, রাজ্যের সাম্প্রতিক বাজেটে পুরো উত্তরবঙ্গের জন্য মাত্র ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ৫,৮০০ কোটি টাকা। "এই বৈষম্য উত্তরবঙ্গের মানুষ আর মেনে নেবে না," মন্তব্য তাঁর।

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-এর বিরুদ্ধে গোরখা সংস্কৃতি নষ্ট করার চেষ্টার অভিযোগও তোলেন শাহ। তিনি বলেন, "গোরখাদের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। আগে কংগ্রেস এবং পরে সিপিএমও একই কাজ করেছে।"

এছাড়াও তিনি দাবি করেন, পাহাড় সমস্যার সমাধান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও প্রতিনিধি পাঠায়নি। "আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর অন্তত তিনটি বৈঠক ডেকেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী একবারও প্রতিনিধি পাঠাননি। আমরা এই সমস্যার সমাধানে কারও উপর নির্ভরশীল নই," বলেন তিনি।

কেজরিওয়াল ও আপ বিচারপতিকে 'চাপ' দেওয়ার চেষ্টা করেছে, বিচারব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করতে চেয়েছে: বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) মঙ্গলবার আম আদমি পার্টি (আপ) এবং দলের প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিযোগ করল, দিল্লি হাইকোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিচারপতির উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিচারব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত প্রচার চালানো হয়েছে।

দলীয় সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ বলেন, "আপ একটি নাটকের দল এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল তার পরিচালক। বিচারব্যবস্থার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এবং মহিলা বিচারপতিকে হেনস্থা করতে সংগঠিত সোশ্যাল মিডিয়া প্রচার চালানো হয়েছে।"

উল্লেখ্য, দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্ণ কান্ত শর্মা সম্প্রতি কেজরিওয়াল ও আরও ২২ জনের বিরুদ্ধে কথিত মদ নীতি মামলায় সিবিআইয়ের আপিল শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার আবেদন খারিজ করে দেন।

বনসুরি স্বরাজ অভিযোগ করেন, "কেজরিওয়াল ও তাঁর সহযোগীরা আদালতের রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রধান বিচারপতির কাছে বিচারপতিকে সরানোর আবেদন করেন। সেই আবেদন খারিজ হওয়ার পর একই দিনে বিচারপতির কাছেই পুনরায় রিকিউজালের আবেদন করা হয়, যা একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।"

তিনি আরও দাবি করেন, আপ সোশ্যাল মিডিয়ায় "বিদ্বেষমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" প্রচার চালিয়ে বিচারপতির উপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, এমনকি পরিবারের সদস্যদেরও টার্গেট করা হয়েছে।

বিজেপি সাংসদ বলেন, "আদালত পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট করেছে যে আদালত কোনও 'ধারণার থিয়েটার' নয়। তবুও আপ ধারাবাহিকভাবে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, যাতে বিচারপতি নিজেই মামলাটি থেকে সরে দাঁড়ান।"

তিনি বিচারপতির দৃঢ় অবস্থানের প্রশংসা করে বলেন, "তিনি আপের এই কৌশলের কাছে নতি স্বীকার করেননি এবং তাদের আসল চেহারা সামনে এনেছেন।"

এছাড়াও বনসুরি স্বরাজ অভিযোগ করেন, কেজরিওয়াল আশঙ্কা করছেন যে নিম্ন আদালত থেকে পাওয়া স্বস্তি হাইকোর্টে টিকবে না বলেই তিনি ও তাঁর দল আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছে।

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়েও আপ-কে নিশানা করে তিনি বলেন, "আপ সংসদে এই বিলের বিরোধিতা করেছে, যা তাদের নারী-বিরোধী মানসিকতাকে প্রকাশ করে।"

বাংলার ভোটের ডিউটিতে সিআরপিএফ জওয়ানের আত্মহত্যার চেষ্টা

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্বে এসে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী-এর এক জওয়ান। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের শক্তিপুর থানার এলাকায় ওই জওয়ানকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অভিযোগ, শক্তিপুরের বাজারসাউ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এ থাকা সিআরপিএফের ১৪২ নম্বর ব্যাটালিয়নের এক হেড কনস্টেবল নিজের সার্ভিস রাইফেল দিয়ে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের একটি রাজ্যের বাসিন্দা এবং এক মাস আগে অসমেও নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গুলি তাঁর বাম কাঁধে লাগে। সহকর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন। বর্তমানে তাঁকে বহরমপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে ১৪ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় নির্বাচনী ডিউটিতে থাকা এক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রহস্যজনকভাবে মারা যান। মৃতের নাম কনক কোচ, যিনি ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ-এর কনস্টেবল ছিলেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সিঁড়ি থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

এর দু'দিন পর উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী-এর ৭৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয় এক জওয়ানের। মৃতের নাম জ্যোতিরাম সিং। তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মৃত কর্মীদের পরিবারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙার অভিযোগে বিজেপিকে আক্রমণ অভিষেকের

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): মৃত কর্মীদের পরিবারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার অভিযোগ তুলে ভারতীয় জনতা পার্টি-কে তীব্র আক্রমণ করলেন অভিষেক ব্যানার্জী।

সোমবার পুরুলিয়ার বলরামপুরে এক নির্বাচনী সভায় তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০১৮ সালে নিহত বিজেপি কর্মী ত্রিলোচন মাহাতো ও দুলাল কুমার-এর পরিবারের এক সদস্যকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আট বছর কেটে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর।

অভিষেকের আরও দাবি, পরিবারের সদস্যরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো তাঁদের ফোন ধরেননি।

২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বলরামপুরে এই দুই বিজেপি কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি 'মৃত্যুকে রাজনৈতিক হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

একইসঙ্গে বলরামপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জলধর মাহাতো-কে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, ওই প্রার্থী সাংসদের ঘনিষ্ঠ এবং দলীয় টিকিট পেতে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, যদিও এই অভিযোগের সত্যতা তিনি নিজেই নিশ্চিত করেননি।

রেল পরিষেবা নিয়েও কেন্দ্রকে নিশানা করেন তিনি। হাওড়া-চক্রধরপুর এক্সপ্রেস ও পুরুলিয়া এক্সপ্রেসের ঘনঘন বিলম্বের প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "যিনি সময়মতো ট্রেন চালাতে পারেন না, তিনি কীভাবে মানুষের জন্য জল বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন?"

এছাড়াও কুর্মি সম্প্রদায়ের বঞ্চনা, কুর্মালি ভাষার স্বীকৃতি না পাওয়া এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি।

শেষে ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "ধর্মের ভিত্তিতে যারা রাজনীতি করে, তাদের বলবমাটির স্তরে শান্তি রয়েছে। আমাদের প্রার্থী শান্তীরাম মাহাতো সারা বছর মানুষের জন্য কাজ করেন। এবার ভোট নষ্ট করবেন না, বিপুল ব্যবধানে আমাদের প্রার্থীকে জেতান।"

নতুন বিশ্বব্যবস্থায় ভারত-কানাডা বাণিজ্য আলোচনা ফের গুরুত্ব পাচ্ছে

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): বদলে যাওয়া ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারত ও কানাডা-র মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে। অতীতে রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বারবার এই আলোচনা থমকে গেলেও, চলতি বছরের মার্চে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি-র ভারত সফরের সময় আলোচনার পুনরারম্ভ দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নতুন গতি দিয়েছে।

ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনার সঞ্জয় কুমার ভার্মা এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের উপর অতিরিক্ত অর্থনৈতিক নির্ভরতা কানাডার জন্য কৌশলগত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব শুধু একটি বাজার নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ।

তিনি বলেন, ২০২২ সালে 'প্রাথমিক অগ্রগতি বাণিজ্য চুক্তি'-র দিকে অগ্রসর হওয়া বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ ছিল, যা ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ 'ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সিইপিএ)'-এর ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

এই চুক্তিকে একবারে সম্পূর্ণ করার বদলে ধাপে ধাপে এগোনোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। প্রথম পর্যায়ে ইপিটিএ-র অধীনে হওয়া সমঝোতাগুলি শক্তিশালী করা, এরপর বিনিয়োগ সুরক্ষা, ডিজিটাল বাণিজ্য ও নিয়ন্ত্রক সহযোগিতার মতো বিষয় যুক্ত করা যেতে পারে। কৃষি, মেধাস্বত্ব ও সরকারি ক্রয়ের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলি পরে বিবেচনা করা উচিত।

প্রবন্ধে বলা হয়েছে, দুই দেশের পণ্য বাণিজ্য এখনও সীমিত হলেও বাজারে প্রবেশ সহজ করা এবং নিয়ম সরলীকরণের মাধ্যমে তা বাড়ানো সম্ভব। পরিষেবা খাতবিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা ও পেশাগত পরিষেবাদুই দেশের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে আরও বিস্তৃত হতে পারে।

এছাড়া, কানাডার পেনশন ফান্ড ও বিনিয়োগকারীরা ভারতের পরিকাঠামো ও নবীকরণযোগ্য শক্তি খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে, অন্যদিকে ভারতীয় সংস্থাগুলিও কানাডার পরিষেবা ক্ষেত্রে নিজেদের উপস্থিতি বাড়াচ্ছে।

তবে এই বিনিয়োগ আরও বাড়াতে স্থিতিশীল কর কাঠামো ও মুনাফা প্রত্যাবর্তনের স্বচ্ছ নিয়ম প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব থেকে এই চুক্তিকে সুরক্ষিত রাখার ওপরও জোর দিয়েছেন ভার্মা। তাঁর মতে, শক্তিশালী বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, নিয়মিত পর্যালোচনা প্রক্রিয়া এবং স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকলে রাজনৈতিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এগিয়ে যেতে পারে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জীবনের লৌকিক সংস্কৃতি

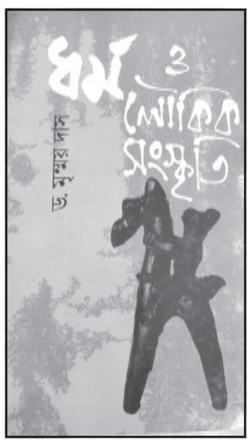

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম একবাক্যে যা মানুষ ধারণ করে। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কথা অনুযায়ী সব ধর্মই মানবতার পথ দেখায়। রক্তের রঙের লালের মতোই ধর্মে ধর্মে বিভেদের প্রাচীরও মুছে ফেলা উচিৎ। বাংলার আনাচে-কানাচে বিভিন্ন দেব দেবী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী পুজো সাবেকি ও থিমের জামানায় আজ সব বয়সীদের আরও বেশি করে যেন মন ছুঁয়ে যায়। আবার অন্যদিকে, বট পুজো, ঘাট ষষ্ঠী পুজো, মনসা পুজোও বাংলার অতি পরিচিতি লৌকিক পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম। ড. মৃন্ময় দাসের 'ধর্ম ও লৌকিক সংস্কৃতি' বইয়ের 'দেবী দুর্গা : নানা যুগে নানা রূপে' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'শরতের সোনালি নরম আলো, শিউলি-সুরভিত হিমেল স্নিগ্ধ বাতাস, কাশের সমারোহ, প্রত্যন্ত গ্রামের অখ্যাত গায়কের আগমনী গানে ঘোষিত হয় বিশ্বজননী আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার আগমন বার্তা'।

'বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তন : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা'

অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'বর্তমান হিংসাদীর্ণ পৃথিবীতে অহিংসা ও করুণার প্রতিমূর্তি তথাগত বৌদ্ধের জীবন ও প্রবর্তিত ধর্ম আজও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দান বৌদ্ধ ধর্ম। মতপার্থক্য সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের জন্মকাল ধরে নেওয়া হয় খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৫ অব্দ। এই সময়কাল সমগ্র প্রাচ্য দেশে এক নব-জাগরণের যুগ। চীনে কনফুসিয়াস, পারস্যে জরথুষ্ট্র এবং ভারতবর্ষে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ পুরাতন ধর্মীয় অচলায়তনের গণ্ডিবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষকে নতুন জীবনাদর্শের আলো দেখিয়েছেন'। বইটির 'ধর্মঠাকুর ও ঘরাভরা গাজন', 'ভাদু ও টুসু', 'কোতুলপুরের লৌকিক দেব-দেবী', 'দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী মন্দির স্থাপত্য' অধ্যায়গুলি পাঠকের দরবারে বহু অজানা তথ্যকে তুলে ধরে।

সুন্দর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট বাকপ্রতিমা প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ১০০ টাকা।

চিয়া নাকি তুলসী, কোন বীজ খেলে গরমে শরীর ঠান্ডা থাকবে?

ফ্ল্যাক্স সিড, সর্ষমুখীর বীজ, কুমড়োর বীজবাঙালির ডায়েটে এখন ঢুকে পড়েছে রকমারি বীজ। প্রতিটি বীজই পুষ্টিকর। কোনওটা পেটের যত্ন নেয়, আবার কোনওটা হার্টের। এই গরমের দিনে সবচেয়ে বেশি চাহিদা বাড়ে চিয়া বীজ ও তুলসীর বীজের। খানিকটা একই রকম দেখতে এই দুই বীজ। তুলসীর দানা কালো ও ছোট আকারের হয়। আর সাদা-কালো দানা মিশিয়ে থাকে চিয়া বীজ। দু'টোই পুষ্টিতে ভরপুর এবং স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। কিন্তু আপনি কোনটা খাবেন? জেনে নিন।

পেটের মেদ কমায় কোন বীজ?

চিয়া বীজ খুব ধীরে কাজ করে। এটি মেটাবলিজম উন্নত করে এবং তলপেটের মেদ ঝরায়। তবে সময় লাগে। অন্যদিকে, সবজা সিডস বা তুলসীর দানা খুব দ্রুত কাজ করে। এটি খিদে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পেটফাঁপার সমস্যা দূর করে। দু'টোর মধ্যে উচ্চ মাত্রায় দ্রবণীয় ফাইবার রয়েছে। ওজন কমাতে এবং অন্ত্রের যত্ন নিতে সাহায্য করে চিয়া বীজ ও সবজা সিডস। প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনও একটি বেছে নিতে পারেন। শরীরকে ঠান্ডা রাখে কোন বীজ? এই গরমে শরীরকে ঠান্ডা রাখা ভীষণ দরকার। এতে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়ানো যায়। শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে তুলসীর বীজ খেতে পারেন। এই বীজের মধ্যে ন্যাচারাল কুলেন্ট উপাদান রয়েছে। আয়ুর্বেদে ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি এড়াতে তুলসীর বীজ ব্যবহার হয়। গরমের দিনে যে কোনও পানীয়তে এক চা চামচ তুলসীর বীজ মিশিয়ে খাওয়া যায়।

অন্য দিকে চিয়া বীজ খেলে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে। অন্যথায় শরীর ডিহাইড্রেট হয়ে যেতে পারে। পেটের সমস্যা রুখতে কী খাবেন? পেট ফাঁপা, অ্যাসিডিটি এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে তুলসীর বীজ। গরমে পেট ঠান্ডা রাখে এই দানা। ফাইবারের পরিমাণ বেশি চিয়া সিডসে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় দারুণ ফল দেয় এই বীজ। তা ছাড়া এই বীজে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা অন্ত্র, হার্ট ও ত্বকের যত্ন নেয়। গরমে পেট ভালো রাখতে তুলসীর বীজ বেছে নিতে পারেন। আর অন্ত্রের যত্ন নিয়ে ত্বক, হার্ট, ব্রেনের খেয়াল রাখতে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চিয়া সিডস বেছে নিতে পারেন। হাতে সময় কম থাকলে এই বীজ বেছে নিন

চিয়া সিডস জলে কমপক্ষে ১৫-৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হয়। সারারাত ভিজিয়ে রাখলে ভালো। অন্যদিকে, তুলসীর বীজ জলে মিশিয়েই খেয়ে নেওয়া যায়। ৫-১০ মিনিটের মধ্যে এই বীজ ফুলে ওঠে।

কোন বীজ কী ভাবে খাবেন?

চিয়া সিডস জল, দুধ, স্মুদি ইত্যাদিতে মিশিয়ে খাওয়া যায়। এমনকী চিয়া সিডসের পুডিং বানাতে পারেন। টক দই, ওটস ইত্যাদি খাবারের উপর ছড়িয়ে দিতে পারেন চিয়ার দানা। তুলসীর বীজ যে কোনও শরবতে মিশিয়ে খাওয়া যায়। হাইড্রেটেড থাকতে জলে ভিজিয়েও খেতে পারেন। এ ছাড়া ডাবের জলে তুলসীর দানা মিশিয়ে খেলে সবচেয়ে ভালো উপকার মেলে।

ঘরের দেওয়ালে সামান্য বদলই ফেরাতে পারে শিশুর পড়াশোনার ম্যাজিক

বাস্তুশাস্ত্রবিদদের মতে, আমাদের চারপাশের পরিবেশ আমাদের মনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে ছোটদের ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরও বেশি। বাচ্চার পড়ার ঘরে কোন দিকে মুখ করে সে বসছে, তার থেকেও জরুরি হল তার চোখের সামনে দেওয়ালে ঠিক কী ধরনের ছবি রয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সঠিক রঙ এবং দৃশ্য শিশুদের মনোযোগ এবং কল্পনাশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। চলুন দেখে নেওয়া যাক, খুদের পড়ার ঘরের দেওয়ালে কোন ছবিগুলো বদলে দিতে পারে তার পড়াশোনার ধরন।

বিশাল তোতাপাখি: পড়ার ঘরের এমন এক জায়গায় একটি বড় তোতাপাখির ছবি লাগান, যা বাচ্চার চোখে বারবার পড়ে। বাস্তু মতে, তোতাপাখির ছবি শিশুদের স্মরণশক্তি এবং একাগ্রতা বাড়াতে সাহায্য করে। উড়ন্ত পাখির ঝাঁক: আকাশে অনেক পাখি একসঙ্গে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে এমন ছবি বাচ্চার মনে স্বাধীনতার স্বাদ দেয় এবং একঘেয়েমি কাটাতে সাহায্য করে। এটি তাদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে উদ্দীপিত করে।

সাতটি ঘোড়ার দৌড়: ছুটন্ত সাতটি ঘোড়া হল উন্নতির প্রতীক। এই ছবি বাচ্চার মনের আলস্য কাটিয়ে তোলে এবং পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়ায়। উদীয়মান সূর্য: ভোরের সূর্যের ছবি ইতিবাচক শক্তির উৎস। পড়ার ঘরে সূর্যোদয়ের ছবি থাকলে বাচ্চার মনে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং অবসাদ দূর হয়। মণীষীদের ছবি: স্বামী বিবেকানন্দ, এপিজে আব্দুল কালাম বা বিদ্যাসাগরের মতো মহাপুরুষদের ছবি বাচ্চাদের অনুপ্রেরণা দেয়। তাঁদের জীবনকাহিনি বাচ্চার অবচেতন মনে বড় হওয়ার জেদ তৈরি করে।

ভুলেও যা রাখবেন না:

পড়ার ঘর মানেই সেখানে থাকবে শান্তির পরিবেশ। তাই এমন কিছু রাখবেন না যা বাচ্চার মনকে বিচলিত করে। যুদ্ধের দৃশ্য, কান্নাকাটি বা দুঃখজনক কোনও ছবি, এমনকি গ্ল্যামার দুনিয়ার কোনও সিনেমার পোস্টারও পড়ার ঘরে রাখা ঠিক নয়। এতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পাশাপাশি, ঘরের দেওয়ালে পুরনো ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে রাখবেন না, কারণ তা স্থবিরতার প্রতীক।

ক্যান্সারের রোগীকে কী ধরনের খাবার দেবেন

ক্যান্সারের রোগীদের বেশ সাবধানে থাকতে হয়। ক্যান্সারের চিকিৎসা চললে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময়ে শরীরে নানাবিধ সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। ডায়ারিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, খাবারে অরুচি, মুখে ঘাকেমোথেরাপি চললে এমন নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয় শরীরে। এই সময়ে কোন ধরনের খাবার খাওয়া উচিত, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন রোগী এবং রোগীর পরিজন।

আমেরিকান সোসাইটি অফ ক্লিনিক্যাল অনকোলজির দাবি অনুযায়ী, একজন সুস্থ সবল মানুষের ডায়েটের সঙ্গে ক্যান্সারের রোগীর কোনও পার্থক্য নেই। ক্যান্সারের রোগীরা সব ধরনের খাবার খেতে পারেন। কিন্তু এই সময়ে খাবার প্রতি অরুচি তৈরি হয়, ওজন কমতে থাকে এবং শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে। তাই একটু সচেতন ভাবে খাওয়াদাওয়া করলে ভালো। তা ছাড়া ডায়ারিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে তখন সব ধরনের খাবার খেতে কষ্ট হয়। তাই কেমোথেরাপি বা রেডিয়েশন চললে কী ধরনের খাবার খাওয়া যায়, তার টিপস শেয়ার করেছেন নিউট্রিশনিস্ট

ঈশানী গঙ্গোপাধ্যায়। ঈশানী বলেন, 'ক্যান্সারের রোগীদের ক্ষেত্রে দু'টো বিষয়ের ভীষণ খেয়াল রাখতে হয়। এক, ওজন যাতে না কমে এবং ইমিউনিটি বুস্ট আপ হয়।' তা ছাড়া কেমোথেরাপি বা রেডিয়েশনে সবার একই ধরনের সমস্যা হয় না। শারীরিক জটিলতা বুঝে খাদ্যতালিকা তৈরি করতে হয়। তবে কিছু খাবার প্রত্যেক ক্যান্সারের রোগীর খাওয়া উচিত। ক্যান্সারের রোগীরা খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন নিয়ম মানবেন? ১) হাই প্রোটিন খাবার খেতে হবে। আমিষ খাবার হিসেবে মাছ, মাংস, ডিম সবই খেতে পারেন। এ ছাড়া পনির, ছানা, বিভিন্ন ডাল, রাজমা-কলাই ক্যান্সারের রোগীদের জন্য উপযুক্ত। প্রোটিন স্মুদি-ও খেতে পারেন। ২) কেমো চললে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে থাকে। তাই এই সময়ে এনার্জেটিক ফুড খাওয়া দরকার। রুটি, ওটস, সুজির মতো কার্বোহাইড্রেট খাবার খেতে পারেন। এই সময়ে আমন্ড, আখরোট, চিয়া সিডস খাওয়াও ভীষণ উপকারী। ৩) ক্যান্সারের রোগীদের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। সব ধরনের শাকসব্জি ও ফল খেতে পারেন। পাকা পেঁপে, বেরিজাতীয় ফল, বেদানা, গাজর, বিটরুট ইত্যাদি খাওয়া যায়। একই সঙ্গে হলুদ, আদা, রসুন, দারুচিনি পাতে রাখতে হবে। ৪) কোষ্ঠকাঠিন্য হলে ওটস খেতে পারেন। ডায়ারিয়ায় ভুগলে কলা, সাবু দারুণ কাজ দেয়। এ ছাড়া টকদই, ঘোল স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী। ৫) নরম ও সহজপাচ্য খাবার খাওয়া উচিত। তেল-মশলা ছাড়া খাবার খাওয়া ভালো। এই সময়ে লিক্যুইড ফুড-ও খেতে পারেন। দিনে ৩ বেলা খাওয়ার বদলে দু'ঘণ্টা অন্তর অল্প অল্প করে খাবার খান। ৬) ক্যান্সারের রোগীদের প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া দরকার। দিনে আড়াই-তিন লিটার জল খাওয়ার পাশাপাশি ডাবের জল, নুন-চিনির জল, লেবুর জল, ওআরএস-এর জল-ও খেতে হবে।

হিল জুতো পরলে পায়ের বিভিন্ন সমস্যা হয়

হাই হিল জুতো পরা শুধু ফ্যাশনের অঙ্গ নয়, বরং একটি স্টাইল স্টেটমেন্টে পরিণত হয়েছে। পার্টি হোক বা অফিস অনেকেই আকর্ষণীয় লুকের জন্য দীর্ঘ সময় হিল পরে থাকেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত হাই হিল পরলে শরীরেও তার কিছু প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে হাঁটুর উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

১. কী সমস্যা হয়?

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে হিল পরলে শরীরের স্বাভাবিক ভারসাম্য বদলে যায়। হাঁটার ভঙ্গিতেও পরিবর্তন আসে। এর ফলে হাঁটুর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এই বাড়তি চাপের কারণে লিগামেন্ট ও পেশিতে টান তৈরি হয়, যা ধীরে ধীরে হাঁটুতে ব্যথা ও স্টিফনেসে মতো সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

২. অস্টিওআর্থাইটিস

শুরুতে হয়তো হালকা ব্যথা বা অস্বস্তি অনুভূতি হয়, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই গুরুতর সমস্যায় পরিণত হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে হাঁটুর উপর চাপ পড়লে জয়েন্টের কার্টিলেজ ক্ষয় হতে শুরু করে। এর ফলে অস্টিওআর্থাইটিসের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।

৩. পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে

এছাড়াও, দীর্ঘ সময় ধরে হাই হিল পরার কারণে পায়ের পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে শরীরের ওজনের ভারসাম্য ঠিক ভাবে বজায় থাকে না। সেই চাপ সরাসরি হাঁটুর উপর পড়ে। দীর্ঘ সময় ধরে এই চাপের কারণে হাঁটুতে আরও সমস্যা তৈরি হতে পারে।

৪. কী মাথায় রাখা জরুরি?

হাই হিল পরার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। প্রথমত, ২ থেকে ৩ ইঞ্চির বেশি উঁচু হিল এড়িয়ে চলা ভালো। অন্যথায়, চাপ অনেক বেশি বেড়ে পড়ে। খুব পাতলা বা স্টিলেটো হিল শরীরের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, ফলে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। তীক্ষ্ণ বা নকশাদার হিল পায়ের স্বাভাবিক নড়াচড়ায় বাধা দেয় করে, যার ফলে হাঁটুর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

৫. কোন হিল নিরাপদ?

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, কম উচ্চতার হিল ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো। বাল্কি হিল বা ওয়েজ হিল তুলনামূলক ভাবে নিরাপদ, কারণ এগুলি শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি, একটানা ২ থেকে ৪ ঘণ্টার বেশি হিল না পরাই ভালো। হিল খোলার পর পায়ের স্ট্রেচিং বা হালকা ব্যায়াম করলে পেশির টান কমে এবং রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে।

ভারতে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ফ্যাটি লিভার

যে রোগ শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দেখা যেত, এখন সেগুলি থাবা বসাচ্ছে শিশুদের শরীরে। তার মধ্যে অন্যতম হলো 'ফ্যাটি লিভার'। পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে শিশুদের মধ্যে ফ্যাটি লিভারের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সেই অর্থে স্থূল নয়, এমন ১২ শতাংশ শিশুর শরীরেও ফ্যাটি লিভারের প্রাথমিক সমস্যা দেখা গিয়েছে। আর যাদের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, তাদের ক্ষেত্রে এই হার ৬০ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ফ্যাটি লিভারের সবচেয়ে ভয়ের দিক হলো প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও সুনির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে না। শিশুদের ক্ষেত্রে এটি আরও বিপজ্জনক, কারণ বাবা-মায়েরা কল্পনাও করতে পারেন না এটুকু বয়সে তাঁদের সন্তানের লিভারে মেদ জমতে পারে। ফলে রোগটি নিঃশব্দে বাড়তে থাকে এবং পরবর্তীকালে সিরোসিস অফ লিভার বা লিভার সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি নানা সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

চিকিৎসকরা বলছেন, শিশুদের ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে তিন গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ১) অত্যধিক স্ক্রিন টাইম: মোবাইল বা ভিডিও গেমে আসক্তির কারণে শারীরিক পরিশ্রম প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। ২) ভুল খাদ্যাভ্যাস: প্রসেসড ফুড, প্যাকেটজাত স্ন্যাক্স এবং চিনিযুক্ত পানীয় খাওয়ার আগ্রহ। ৩) শরীরচর্চার অভাব: কায়িক শ্রমের অভাবে শরীরে মেদ জমা হতে থাকে। যা সরাসরি লিভারের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

কখন সতর্ক হবেন?

১. ক্রমাগত ক্লান্তি: পর্যাপ্ত ঘুমোনোর পরেও যদি শিশু ক্লান্ত বোধ করে।

২. পেটের অস্বস্তি: পেটের ডানদিকের উপরের অংশে ভারী ভাব বা ব্যথা অনুভব করা।

৩. ওজন নিয়ন্ত্রণে সমস্যা: ডায়েট করেও ওজন কমাতে না পারা কিংবা হঠাৎ ওজন বেড়ে যাওয়া।

৪. ঘাড়ের কালো দাগ: ঘাড়ের চারপাশে, বগলে, ঠোঁটের চারপাশে কালো মখমলের মতো ছোপ (এটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'অ্যাকান্থোসিস নিগ্রিক্যানস' বলা হয়, যা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের লক্ষণ)। ৫. খিটখিটে মেজাজ: বিপাকহারজনিত সমস্যার কারণে মানসিক অবসাদ বা ঘন ঘন মেজাজের পরিবর্তন।

প্রতিরোধের উপায়

চিকিৎসকরা বলছেন, রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসার চেয়ে আগে থেকে প্রতিরোধ করাই শ্রেয়। এর জন্য লাইফস্টাইলে বদল আনা প্রয়োজন।

প্রতিদিন ৬০ মিনিট খেলাধুলা: শিশুদের দিনে অন্তত এক ঘণ্টা দৌড়ঝাঁপ বা আউটডোর গেমস-এ ব্যস্ত রাখুন।

চিনিযুক্ত পানীয় বর্জন: ঠান্ডা, কৃত্রিম পানীয়ের বদলে জল বা টাটকা ফলের রস দিন।

সুষম আহার: খাবারে ফলমূল, সবুজ শাকসবজি এবং হোল গ্রেইন (আটা, ডাল)-এর পরিমাণ বাড়ান।

স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ: টিভি বা ফোনের সময় কমিয়ে পরিবার বা পোষ্যদের সঙ্গে সময় কাটাতে উৎসাহিত করুন।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা: নিয়মিত লিভার ফাংশন টেস্ট বা আল্ট্রাসাউন্ড করানো জরুরি।

গরমের দাবদাহে ট্যাঙ্কের জল হবে ঠান্ডা ম্যাজিক

বিজ্ঞান বলে, সাদা রং তাপ প্রতিফলন করে। আপনার জলের ট্যাঙ্কটি যদি কালো বা গাঢ় রঙের হয়, তবে তা দ্রুত তাপ শোষণ করে জল গরম করে দেয়। এক্ষেত্রে ট্যাঙ্কের গায়ে সাদা এনামেল পেইন্ট করতে পারেন। আরও সস্তা সমাধান চাইলে চুন ও ফেভিকলের মিশ্রণ দিয়ে ট্যাঙ্কের বাইরের দিকে মোটা প্রলেপ দিন। এতে রোদের প্রতিফলন ঘটবে এবং জল ঠান্ডা থাকবে। ভ্যাপসা গরম আর সূর্যের চড়া রোদএই দুইয়ের জাঁতাকলে জনজীবন ওষ্ঠাগত। বাইরে থেকে ঘেমে-নেয়ে বাড়ি ফিরে এক বালতি ঠান্ডা জলে স্নান করবেন, তারও উপায় নেই। কল খুললেই মনে হয় যেন ফুটন্ত গরম জল বেরোচ্ছে! ছাদে রাখা প্লাস্টিকের ট্যাঙ্কে সূর্যের তাপ সরাসরি পড়ায় জল এতটাই গরম হয়ে যায় যে, সেই জল গায়ে দেওয়া তো দূর, হাত দেওয়াই দায় হয়ে পড়ে। তবে চিন্তা নেই, কয়েকটি সহজ ঘরোয়া পদ্ধতি কাজে লাগালেই আপনার বাড়ির জলের ট্যাঙ্ক থাকবে একদম ঠান্ডা। জেনে নিন সেই উপায়।

বাজারে ইনসুলেশন কভার বা জ্যাকেট কিনতে পাওয়া যায়, যা বিশেষ করে জলের ট্যাঙ্কের জন্যই তৈরি। তবে আপনি চাইলে ঘরোয়া উপায়েও এটি করতে পারেন। ট্যাঙ্কের চারপাশে থার্মোকলের শিট দিয়ে ভালো করে মুড়িয়ে দিন। এটি বাইরের তাপকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেবে। ফলে রোদের তেজ যতই থাকুক, ভেতরের জল তার স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখবে।

বিজ্ঞান বলে, সাদা রং তাপ প্রতিফলন করে। আপনার জলের ট্যাঙ্কটি যদি কালো বা গাঢ় রঙের হয়, তবে তা দ্রুত তাপ শোষণ করে জল গরম করে দেয়। এক্ষেত্রে ট্যাঙ্কের গায়ে সাদা এনামেল পেইন্ট করতে পারেন। আরও সস্তা সমাধান চাইলে চুন ও ফেভিকলের মিশ্রণ দিয়ে ট্যাঙ্কের বাইরের দিকে মোটা প্রলেপ দিন। এতে রোদের প্রতিফলন ঘটবে এবং জল ঠান্ডা থাকবে।

ট্যাঙ্কটি যদি সরাসরি রোদে থাকে, তবে তার ওপরে একটি শেড বা ছাউনি তৈরি করুন। বাঁশের চাটাই বা গ্রিন নেট ব্যবহার করে ট্যাঙ্কের ওপরে একটা আড়াল তৈরি করলে সরাসরি রোদ আর ট্যাঙ্কে পড়বে না। এতে জলের তাপমাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

অনেক সময় ট্যাঙ্ক ঠান্ডা থাকলেও পাইপ দিয়ে আসার সময় জল গরম হয়ে যায়। কারণ প্লাস্টিকের পাইপগুলো রোদে গরম হয়ে থাকে। তাই পাইপগুলোকেও ইনসুলেশন টেপ বা পাটের দড়ি দিয়ে জড়িয়ে রাখলে কল দিয়ে বেরোনো জল অনেকটাই ঠান্ডা পাওয়া যাবে। এই সহজ পদ্ধতিগুলো আজই ট্রাই করে দেখুন। দেখবেন, বাইরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পার করলেও আপনার স্নানের জল থাকবে একদম আরামদায়ক।

“মানুষকে আতঙ্কিত করা হচ্ছেএটাই বলেছি মোদিকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ বলিনি”: খাড়গে

চেন্নাই, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে “সন্ত্রাসবাদী” বলার অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তাঁর বক্তব্য ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে রাখা হচ্ছেএই কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন।

এদিন চেন্নাইয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে খাড়গে বলেন, “আমি বলিনি যে মোদি একজন সন্ত্রাসবাদী। আমি বলতে চেয়েছি, মানুষকে আতঙ্কিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।”

কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগ করেন, তদন্তকারী সংস্থাসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক চাপে কাজ করছে, যার ফলে গণতান্ত্রিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ছে। তিনি আরও দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে না এবং তা শাসক ভারতীয় জনতা পার্টি-র “এক্সটেনশন অফিস”-এর মতো আচরণ করছে।

খাড়গে আরও অভিযোগ করেন, চলতি নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ক্ষুণ্ণ করছে। তিনি এই ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কংগ্রেস বরাবরই এই বিলকে সমর্থন করেছে। তবে কেন্দ্র সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিলের সঙ্গে আসন পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন) যুক্ত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। “আমরা বিলের বিরোধিতা করিনি, কিন্তু ডিলিমিটেশন যুক্ত করার বিরোধিতা করেছি,” বলেন খাড়গে।

তিনি আরও দাবি করেন, বিলের সমর্থন আদায় করতে সাংসদদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে এবং কেন্দ্র “টাকা, পেশিশক্তি ও তদন্তকারী সংস্থা” ব্যবহার করে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে।

আসন্ন নির্বাচনে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে খাড়গে বলেন, দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম (ডিএমকে)-নেতৃত্বাধীন জোট তামিলনাড়ুতে আবারও ক্ষমতায় ফিরবে। তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী ঐক্য বাড়ছে বলেই কেন্দ্র বিভাজনের রাজনীতি করছে।

মঙ্গলবার আগরতলায় ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট'র বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

শুল্ক সহযোগিতা জোরদারে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত ভারত-ভুটানের

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারত ও ভুটান শুল্ক সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। একইসঙ্গে সীমান্ত পারাপার বাণিজ্যকে আরও সহজ ও নিরাপদ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে।

ভারত-ভুটান শুল্ক বিষয়ক সপ্তম যৌথ গ্রুপ (জয়েন্ট গ্রুপ অফ কাস্টমস) বৈঠকে সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং আগাম শুল্ক তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে চোরাচালান রোধে গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি ও যৌথ প্রয়োগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা, শুল্ক প্রক্রিয়ার ডিজিটালাইজেশন এবং ইলেকট্রনিক কার্গো ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রানজিট পণ্য পরিবহন সহজ করার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এছাড়াও সীমান্ত অবকাঠামো উন্নয়ন, বাণিজ্য সহজীকরণ এবং শুল্ক প্রক্রিয়ার সমন্বয় ও সরলীকরণ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

ভুটানের প্রতিনিধিদল কোচি বন্দর পরিদর্শন করে, যেখানে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া, জাহাজ নোঙর করা এবং গ্যান্টি ক্রেনের মাধ্যমে কনটেনার হ্যান্ডলিং সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়। তাদের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাও দেখানো হয়, যার মধ্যে সমুদ্র টহল, সন্দেহজনক জাহাজ শনাক্তকরণ, রামেজিং অপারেশন, স্যাটেলাইট ফোন ও অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম-এর ব্যবহার এবং সন্দেহজনক কার্গো পরীক্ষা করার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার কাঠামোর অংশ হিসেবে এই যৌথ বৈঠকগুলি শুল্ক সহযোগিতা, বাণিজ্য সহজীকরণ এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে জানানো হয়েছে।

স্থলবেষ্টিত দেশ হওয়ায় ভুটানের ক্ষেত্রে স্থল শুল্ক স্টেশনগুলির গুরুত্ব বিশেষভাবে বেশি। বর্তমানে ভারত-ভুটান সীমান্তে মোট ১০টি স্থল শুল্ক স্টেশন রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি পশ্চিমবঙ্গে এবং ৪টি অসমে অবস্থিত।

ভারত ভুটানের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার, যা ভুটানের মোট বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৪৬ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদেশযোগে মাদক ও অস্ত্র পাচার চক্র ভাঙল পঞ্জাব পুলিশ, গ্রেফতার ৪

চণ্ডীগড়, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): বড় সড় সাফল্য পেল পাঞ্জাব পুলিশ। আন্তঃরাজ্য ও বিদেশযোগে যুক্ত মাদক এবং বেআইনি অস্ত্র পাচার চক্র ভেঙে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৯.৯২৫ কেজি হেরোইন, দু'টি বিদেশি তৈরি .৩০ বোর পিস্তল, আটটি ম্যাগাজিন ও ৪০ রাউন্ড কার্তুজ।

রাজ্যের ডিজিপি গৌরব যাদব সোমবার জানান, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে ধৃতরা বিদেশে থাকা গ্যাংস্টারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখত এবং স্থানীয়ভাবে মাদক পাচার ও অবৈধ অস্ত্র সরবরাহে সাহায্য করত।

ধৃতদের মধ্যে রয়েছে মঞ্জিন্দর সিং ওরফে সোনু (হোশিয়ারপুর), শিবম ভান্ডারি (জলন্ধর), সাহিল মাসিহ ওরফে মনু (গুরদাসপুর) এবং রামেল রজার (হোশিয়ারপুর)। হোশিয়ারপুরের সিনিয়র সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ সন্দীপ কুমার মালিক জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গড়শঙ্কর এলাকায় বিশেষ নাকা চেকিং চালানো হয়। সন্দেহভাজন একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালাতেই ধৃতদের কাছ থেকে মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার হয়।

তিনি আরও জানান, ধৃত সাহিল মাসিহ একজন ‘হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার’ এবং বাতালা জেলায় পুলিশের ওপর গুলি চালানোর একটি ঘটনার সঙ্গেও যুক্ত।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের আরও শিকড় খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে এবং আগামী দিনে আরও গ্রেফতার ও উদ্ধার হতে পারে।

এই ঘটনায় হোশিয়ারপুরের গড়শঙ্কর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ভারত-কানাডা বাণিজ্য আলোচনা গুরুত্ব পাচ্ছে

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): বদলে যাওয়া ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারত ও কানাডা-র মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে। অতীতে রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে এই আলোচনা বারবার ব্যাহত হলেও, চলতি বছরের মার্চ মাসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি-র সফরের সময় পুনরায় আলোচনা শুরু হওয়ায় দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন প্রাক্তন ভারতীয় হাইকমিশনার সঞ্জয় কুমার বর্মা।

এক প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, কানাডা বর্তমানে একটি কাঠামোগত সমস্যার মুখে পড়েছে, কারণ তাদের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর উপর নির্ভরশীল। বর্তমান বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার সময়ে এই নির্ভরতা কৌশলগত সীমাবদ্ধতা তৈরি করছে। তাই অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য এখন অপরিহার্য, এবং এই প্রেক্ষাপটে ভারত শুধু একটি বাজার নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদার।

তিনি বলেন, ২০২২ সালে আর্লি প্রগ্রেস ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট-এর দিকে ঝোঁক বাস্তববাদী পদক্ষেপ ছিল, যা ধাপে ধাপে একটি পূর্ণাঙ্গ কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট-এর ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে।

প্রস্তাবিত সিইপিএ-কে এককালীন চুক্তি হিসেবে নয়, বরং ধাপে ধাপে এগোনো একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা উচিত। প্রথম ধাপে ইপিটিএ-র আওতায় হওয়া চুক্তিগুলি শক্তিশালী করা যেতে পারে। পরবর্তী ধাপে বিনিয়োগ সুরক্ষা, ডিজিটাল বাণিজ্য এবং নিয়ন্ত্রক সহযোগিতার মতো বিষয় যুক্ত করা সম্ভব। কৃষি, মেধাস্বত্ব বা সরকারি ক্রয়ের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলি পরে আলোচনায় আনা যেতে পারে।

প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে পণ্য বাণিজ্য এখনও সীমিত হলেও বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং সহজ নিয়ম চালু হলে তা দ্রুত বাড়তে পারে। পরিষেবা খাতে, বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা ও পেশাদার পরিষেবায় সহযোগিতা আরও গভীর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও দুই দেশের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। কানাডার পেনশন ফান্ড ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ভারতের অবকাঠামো ও নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বড় বিনিয়োগ করেছে, অন্যদিকে ভারতীয় সংস্থাগুলি কানাডার পরিষেবা অর্থনীতিতে নিজেদের উপস্থিতি বাড়াচ্ছে। তবে এই প্রবাহ বজায় রাখতে কর কাঠামো ও মুনাফা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছতা প্রয়োজন বলে মত প্রাক্তন হাইকমিশনারের।তিনি জোর দিয়ে বলেন, অতীতের মতো রাজনৈতিক টানাপোড়েন যাতে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত না করে, সেজন্য শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা জরুরি। কার্যকর বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, নিয়মিত পর্যালোচনা এবং বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

‘ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছেন’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৎস্যশিল্পের দুরবস্থাও তুলে ধরল বিজেপি

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র বিরুদ্ধে “ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর” অভিযোগ তুললেন। একইসঙ্গে বিজেপি সাংসদ হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা রাজ্যের মৎস্যশিল্পে বিনিয়োগের অভাব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে দায়ী করেন।

প্রথম দফার ভোটের (২৩ এপ্রিল) আগে শেষ পর্যায়ের প্রচারে অংশ নিয়ে অনুরাগ ঠাকুর বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর ১৫ বছরের শাসনের সাফল্য তুলে ধরার মতো কিছু নেই বলেই তিনি ভয় এবং ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছেন।” মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগের জবাবে যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে মাছ ও ডিম খাওয়া বন্ধ করে দেবে, তিনি দাবি করেন, এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলিতে কারও খাদ্যাভ্যাস, ভাষা বা ধর্ম পালনে কোনও বিধিনিষেধ নেই।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কর্মসংস্থানের অভাবে রাজ্য থেকে ব্যাপক হারে যুবকদের অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে এবং “প্রতিটি পরিবার ঋণের বোঝায় জর্জরিত”। তাঁর কথায়, “উত্তর না থাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন মিথ্যার যন্ত্রে পরিণত হয়েছেন।”

তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে ঠাকুর বলেন, “এখানে টিএমসি মানে ‘টেরর, মার্ডার এবং কাটমানি’।” পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, ভয় ও দুর্নীতির পরিবেশের কারণে রাজ্যে বিনিয়োগ আসছে না এবং নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি হয়নি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) চালু করা হবে বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে, হর্ষবর্ধন শ্রিংলা রাজ্যের মৎস্যশিল্পের দুরবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এক অনুষ্ঠানে মাছ-ভাত খেতে খেতে তিনি বলেন, “সমুদ্র, নদী ও পুকুর থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য মৎস্যশিল্প গড়ে ওঠেনি। শিলিগুড়িতে মাছ কিনতে গেলে শুনি তা আসে অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা বা গুজরাট থেকে।”

তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) সরকার এই খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করেনি বলেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে মৎস্যশিল্পে বড় বিনিয়োগ করা হবে এবং প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার সামুদ্রিক প্রক্রিয়াকরণ রপ্তানি শিল্পে রাজ্যের বড় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

তামিলনাড়ুর মানুষ এনডিএ-কে বিপুল জয় দেবে, স্ট্যালিনকে শিক্ষা দেবে: পীযূষ গয়াল

চেন্নাই, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়াল মঙ্গলবার দাবি করেছেন, তামিলনাড়ুর মানুষ জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-কে বিপুল জয় এনে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্ট্যালিন-কে “শিক্ষা” দেবে।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গয়াল বলেন, “আমি অন্তত খুশি যে শেষ পর্যন্ত উদয়ানিধি স্ট্যালিন এবং তাঁর বাবা এম. কে. স্ট্যালিন বুঝতে পেরেছেন যে তামিল সংস্কৃতি, গর্ব, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে আঘাত করে এবং সনাতন ধর্মযা তামিলনাড়ু ও ভারতের মানুষের জীবনযাত্রার অংশতাকে নির্মূল করার কথা বলে তারা প্রতিটি তামিলের অনুভূতিতে আঘাত করেছে। তামিলনাড়ুর মানুষ তা ভুলবে না, ক্ষমাও করবে না।”

তিনি আরও বলেন, “তামিলনাড়ুর মানুষ এনডিএ-কে এমন বিপুল জয় দেবে যাতে ‘মিস্টার স্ট্যালিন’-কে শিক্ষা দেওয়া যায়, যাকে আমি ‘অ্যান্টি-তামিল’ বলি। তিনি ভুয়ো বর্ণনা তৈরি করছেন এবং মহিলাদের সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত করে তাদের আঘাত করছেন। কংগ্রেস এবং তামিলনাড়ুর ডিএমকে এই বিষয়ে প্রধানত দায়ী।”

গয়াল দাবি করেন, “এনডিএ-র পক্ষে একটি প্রবল জনসমর্থনের ঢেউ স্পষ্ট। এডাপ্পাদি কে. পালানিস্বামী তামিলনাড়ুর পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন।”

দক্ষিণ ভারতের রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি এন. চন্দ্রবাবু নাইডু-র মন্তব্যের উল্লেখ করে বলেন, দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য দুর্বল হয়েছে। তাঁর দাবি, স্ট্যালিন সরকার তামিলনাড়ুর মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে তামিলনাড়ুতে মঙ্গলবারই নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টার পর সমস্ত প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে শেষ মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলি জোরদার প্রচার চালায়।

প্রচারে বিজেপি নেতৃত্ব ডিএমকে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বল শাসন ও বংশানুক্রমিক রাজনীতির অভিযোগ তোলে। অন্যদিকে, এআইএডিএমকে নেতা পালানিস্বামী আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ বৃদ্ধির জন্য ডিএমকে সরকারকে দায়ী করেন।

অন্যদিকে, আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, ডিএমকে সরকারের অধীনে তামিলনাড়ু উন্নতি করেছে। তিনি এআইএডিএমকে-র বিজেপির সঙ্গে জোটের সমালোচনা করেন এবং নীতীশ কুমার-এর বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা টানেন।এদিকে কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, আয়কর দফতর তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সেলভা পেরুনথাগাই-এর রাজনৈতিক কাজকর্মে বাধা দিচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহার করা হচ্ছে।

ব্রিকস বৈঠকে আরবিআই-এর ডিজিটাল মুদ্রা পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক লেনদেন হবে দ্রুততর

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই) ব্রিকস সম্মেলনে সদস্য দেশগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল মুদ্রা (সিবিডিসি) পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক লেনদেন দ্রুত ও সহজ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা)-এর সঙ্গে সম্প্রতি ইরান, ইথিওপিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর এবং ইন্দোনেশিয়া যুক্ত হওয়ায় এই জোট এখন বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী শক্তি হয়ে উঠেছে।

আরবিআই-এর প্রস্তাবে একটি একক সুপার-ন্যাশনাল মুদ্রা তৈরির বদলে বিভিন্ন দেশের নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যেমন ভারতের ই-রুপি এবং ব্রাজিলের ‘ড্রেক্স’-এর মধ্যে সরাসরি লেনদেনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এর ফলে বাণিজ্য, পর্যটন এবং আর্থিক লেনদেনে দ্রুত ও কম খরচে পেমেন্ট সম্ভব হবে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক লেনদেনে সুইফট-এর মতো ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ডিজিটাল মুদ্রার মাধ্যমে দেশগুলির মধ্যে সরাসরি নিষ্পত্তি সম্ভব হবে, ফলে মার্কিন ডলারের উপর নির্ভরতা কমানো যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিকস দেশগুলি দীর্ঘদিন ধরে ডলারের আধিপত্য কমানোর চেষ্টা করছে। সিবিডিসি ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় ব্যবসায়ী সরাসরি ব্রাজিলের সরবরাহকারীকে পেমেন্ট করতে পারবেন, মাঝখানে ডলার ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। এতে লেনদেনের খরচ কমবে এবং সময়ও বাঁচবে।

এই উদ্যোগের ফলে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা বাড়বে এবং অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব আরও শক্তিশালী হবে।

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ সহজ হবে।

২০২৫ সালের রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনের পর থেকেই এই ধরনের সংযুক্ত পেমেন্ট ব্যবস্থার উপর জোর বাড়ে। এতে ভারতের গ্রামীণ উৎপাদকরাও ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে আরও সহজে যুক্ত হতে পারবেন।

আরবিআই জানিয়েছে, এই ব্যবস্থার জন্য নিরাপদ প্রযুক্তিগত মানদণ্ড, অভিন্ন নিয়ম এবং বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কাঠামো তৈরি করা জরুরি। ইতিমধ্যেই ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি যৌথভাবে সিবিডিসি সংযোগের পাইলট প্রকল্প শুরু করেছে।

২০২২ সালে চালু হওয়ার পর থেকে ভারতের ই-রুপির ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭০ লক্ষ ছাড়িয়েছে, যা ডিজিটাল মুদ্রার প্রতি বাড়তে থাকা আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়।

মাওবাদী মতাদর্শ ছড়াতে ক্যাম্পাসকে টার্গেট সহানুভূতিশীল নেটওয়ার্ক নিয়ে সতর্কবার্তা এজেন্সিগুলির

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাওবাদী মতাদর্শ ছড়ানোর লক্ষ্যে সহানুভূতিশীল নেটওয়ার্ক সক্রিয় হতে পারেএমন আশঙ্কায় সতর্কবার্তা দিয়েছে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। পুনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উদ্বেগ আরও বেড়েছে বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি পুনেতে মহারাষ্ট্র সমাজকল্যাণ দফতরের একটি হোস্টেলের কয়েকজন ছাত্র নিহত মাওবাদী কমান্ডার মাদভী হিদমা-কে প্রশংসা করে এমন গানে নাচেন। এই ঘটনাকে ‘চোখ খুলে দেওয়া’ বলে মনে করছে এজেন্সিগুলি।

তদন্তে জানা গেছে, ওই ছাত্রদের মধ্যে পাঁচজন গাডচিরোলি এবং একজন চন্দ্রপুর থেকে এসেছে। গড়চিরোলি ইতিমধ্যেই ‘নকশালমুক্ত’ ঘোষণা করা হলেও সেখানে এখনও কিছু মতাদর্শগতভাবে প্রভাবিত উপাদান সক্রিয় রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগেই সতর্ক করে বলেছিলেন, শহুরে কিছু বুদ্ধিজীবী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে সরকারের সমালোচনা করলেও আদিবাসীদের প্রকৃত সমস্যার কথা তুলে ধরেন না। বরং তারা এমন এক মতাদর্শ আঁকড়ে ধরেন, যা বিশ্ব অনেক আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে বলে দাবি সরকারি মহলের।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, মাওবাদী কার্যকলাপের সশস্ত্র পর্ব অনেকটাই শেষ হলেও এখন মতাদর্শগত লড়াইয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। শহরাঞ্চলে থাকা এই নেটওয়ার্কগুলি আদিবাসী ইস্যু সামনে এনে আবেগ উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং ধীরে ধীরে মতাদর্শ ছড়ানোর কৌশল নিচ্ছে।

একাধিক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ে এই গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করে নিহত মাওবাদীদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করার চেষ্টা করবে। পুনের ঘটনাটিও সেই ধরনের একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে।

এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষভাবে টার্গেট করা হতে পারে। পোস্টার লাগানো, সেমিনার আয়োজন এবং বিভিন্ন ইস্যুর আড়ালে ধীরে ধীরে মতাদর্শ প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে বলে আশঙ্কা। সরাসরি মাওবাদ সমর্থনে কর্মসূচি না করে ‘সফট পুশ’-এর মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলবে।

কেন্দ্র সরকার ইতিমধ্যেই বিষয়টি নজরে নিয়ে পাল্টা বয়ান তৈরির উপর জোর দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মাওবাদী আন্দোলনের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি গ্রামীণ ও আদিবাসী এলাকায় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কথাও তুলে ধরা হচ্ছে।

সরকারি আধিকারিকদের মতে, বন্দুকের লড়াই অনেকটাই শেষ হলেও এখন মূল লড়াই মতাদর্শের বিরুদ্ধে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত সচেতনতা কর্মসূচি ও আলোচনার মাধ্যমে এই প্রভাব প্রতিরোধ করার চেষ্টা চলছে।

ট্র্যাক থেকে সংসদ পর্যন্ত: কেন ভবিষৎ ভারতের নেতৃত্বে নারীদেরই থাকতে হবে

ড. পি.টি. উষা

আমি আমার সারা জীবন দৌড়ের মধ্যেই কাটিয়েছি। প্রথমে কেরালার মাটির রাস্তায়, এরপর বিশ্বমঞ্চে এবং বর্তমানে জনজীবনের কর্মপ্রাঙ্গণে। প্রতিটি পদক্ষেপে আমি নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছি- যার কিছু ছিল দৃশ্যমান এবং অনেক কিছুই ছিল অলিখিত বা অব্যক্ত- যা নারীদের প্রতিনিয়ত এই বার্তাই দিত যে, এই ক্ষেত্রগুলো তাদের জন্য নয়। আমি এও প্রত্যক্ষ করেছি যে, সেই বাধাগুলো যখন অপসারিত হতে শুরু করে, তখন কী ঘটে। সুযোগ ফলাফলকে বদলে দেয়- এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি মানুষের বিশ্বাসকেও বদলে দেয়। ঠিক এই কারণেই 'সংবিধান (একশো আঠাশতম সংশোধনী) বিল, ২০২৩'- যা 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' নামে পরিচিত- তা কেবল একটি আইনি মাইলফলকই নয়। এটি একটি দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত কাঠামোগত সংশোধন। লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোতে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা কোনো অনুগ্রহ বা কেবলই লোক-দেখানো প্রতীকী পদক্ষেপ নয়। বরং এটি একটি অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ।

খেলাধুলা আমাদের ইতিমধ্যেই যা দেখিয়েছে

১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে যখন আমি অংশ নিয়েছিলাম এবং মাত্র এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের ব্যবধানে পদক হাতছাড়া করেছিলাম, তখন এমন ভারতীয় তরুণীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য, যারা নিজেদের বিশ্বমঞ্চে প্রতিফলিত হতে দেখতে পেত। বিগত কয়েক দশকে সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো এবং স্বীকৃতির সুযোগ-সুবিধা যত উন্নত হয়েছে, ভারতীয় নারীরাও ততটাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। পি. ভি. সিন্ধু, মীরাবাই চানু, ভিনেশ ফোগাট এবং মেরি কম-এর মতো ক্রীড়াবিদরা কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বা আকস্মিকভাবে উঠে আসেননি। তাঁরা হলেন এমন একটি ব্যবস্থার ফসল, যা- ধীরগতিতে হলেও- সুযোগের পরিসরকে ক্রমশ প্রসারিত করতে শুরু করেছিল। প্রতিনিধিত্ব মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়- আর সেই আকাঙ্ক্ষা যখন যথাযথ সমর্থন পায়, তখন তা নিশ্চিতভাবেই সাফল্য বয়ে আনে।

এর শিক্ষাটি অত্যন্ত স্পষ্ট। নারীদের যখন উপযুক্ত স্থান বা সুযোগ দেওয়া হয়, তখন তাঁরা কেবল অংশগ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন না- বরং তাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেথাকেন।

প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য উন্নত শাসনব্যবস্থা

ভারত ইতিমধ্যেই তৃণমূল পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছে। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে, বিভিন্ন রাজ্যের একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যে- যেসব এলাকার নেতৃত্বে নারী প্রতিনিধিরা রয়েছেন, সেখানে সুপেয় জল, স্যানিটেশন, শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা ও মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে।

এগুলো কেবল 'নারীদের সমস্যা' নয়; বরং এগুলো জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয়। নারী নেতারা প্রায়শই শাসনব্যবস্থার এমন সব দৈনন্দিন চ্যালেঞ্জের প্রতি আলোকপাত করেন, যা পরিবার ও সমাজকে সরাসরি প্রভাবিত করে- যেমন নিরাপদ জনপরিসর, সচল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা।

এই নারী প্রতিনিধিত্বকে রাজ্য বিধানসভা এবং সংসদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার বিষয়টি কেবল ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নয়; বরং এটি শাসনব্যবস্থার সামগ্রিক গুণমান উন্নয়নেরই একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ।

প্রতিনিধিত্বের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা

ভারতে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বিশ্বের অন্যতম সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে, যা প্রায় ২৫ শতাংশের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। এটি কেবল একটি সামাজিক উদ্বেগের বিষয়ই নয়- বরং এটি একটি অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাও বটে।

আইনসভায় নারীদের অধিকতর প্রতিনিধিত্ব এমন সব নীতিকে অগ্রাধিকার দিতে সহায়তা করতে পারে, যা এই অব্যবহৃত সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করে- যেমন: সাশ্রয়ী শিশুযত্ন ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রে অধিকতর নিরাপত্তা, ঋণের সহজলভ্যতা এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়তা। ম্যাককিনজি গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের প্রাক্কলন অনুযায়ী, লিঙ্গ সমতার অগ্রগতি ভারতের জিডিপিতে ৭০০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত যোগ করতে পারে।

একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সংসদ কেবল একটি গণতান্ত্রিক আবশ্যিকতাই নয়; এটি একটি অর্থনৈতিক অপরিহার্যতাও বটে।

নিরাপত্তা, মর্যাদা ও অংশগ্রহণ

ভারতজুড়ে লক্ষ লক্ষ নারীর জন্য জনজীবনে অংশগ্রহণ এখনও নিরাপত্তা, বৈষম্য এবং অসম সুযোগের উদ্বেগ দ্বারা প্রভাবিত। খেলাধুলা, শিক্ষা বা কর্মক্ষেত্র- যেখানেই হোক না কেন, এই বাধাগুলো গভীরভাবে প্রোথিত। সংসদে অধিক সংখ্যক নারীর উপস্থিতি মানে হলো এমন আইন ও নীতি যা কোনো দূরবর্তী উপলব্ধি দ্বারা নয়, বরং বাস্তব জীবন দ্বারা নির্মিত। এর অর্থ হলো আইন প্রয়োগের জন্য জোরালো সমর্থন, সহায়তা ব্যবস্থার জন্য সম্পদের উন্নততর বণ্টন এবং একটি সংবেদনশীল ও সহজলভ্য বিচার কাঠামো। শাসনব্যবস্থা তখনই আরও কার্যকর হয়, যখন তা যাদের সেবা করে তাদের অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে।

প্রতিনিধিত্ব এবং আকাঙ্ক্ষার শক্তি

ভারতে ক্ষমতার যে চিত্রটি দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত, তা মূলত পুরুষ-অধ্যুষিত। এই চিত্রটিকে বদলে ফেলা কেবল একটি প্রতীকী পদক্ষেপ নয়- বরং এটি এক আমূল রূপান্তর।

মণিপুর, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান কিংবা ভারতের যেকোনো প্রান্তের একটি কিশোরী যখন এমন একজন নারীকে দেখতে পায়- যিনি দেখতে ঠিক তার মতোই, কথা বলেন তার মতোই এবং যার পটভূমি তার মতোই- এবং যিনি দেশের আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখছেন, তখন তা কেবল তাঁকেঅনুপ্রেরণাই জোগায় না; বরং তার পক্ষে"কী সম্ভব"- সেই বিশ্বাসটিকেই নতুন করে গড়ে তোলে।

আকাঙ্ক্ষাই হলো সামাজিক পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। আইনসভায় আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা কোনোভাবেই মানের অবনমন ঘটায় না; বরং তা সুযোগের পরিধিকে প্রসারিত করে।

ভারতের নারীরা ইতিমধ্যেই নানা প্রতিবন্ধকতা ভেঙে এগিয়ে গেছেন- খেলাধুলার ময়দানে, সশস্ত্র বাহিনীতে, বিমান চালনা ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে। সেই অগ্রযাত্রারই পরবর্তী ও স্বাভাবিক পদক্ষেপ হলো আইনসভায় যথাযথ প্রতিনিধিত্ব।

পদক্ষেপ গ্রহণের এখনই সময়

রাজ্যসভায় দায়িত্ব পালনের বিরল সম্মান লাভের সুবাদে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, কীভাবে বিচিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিতর্ক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। অথচ, বর্তমানে লোকসভার আসনগুলোর মাত্র ১৫ শতাংশ নারীর দখলে- যা বিশ্ব গড়ের তুলনায় অনেকটাই কম। 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' ইতিমধ্যেই পাস হয়েছে। এখন কেবল প্রয়োজন সেই রাজনৈতিক সদিচ্ছা, যার মাধ্যমে এই আইনটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে, নিষ্ঠার সাথে এবং কোনো প্রকার বিলম্ব ছাড়াই কার্যকর করা সম্ভব হবে।

দেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থাগুলোতে জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে- অর্থাৎ নারীদের- যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত রেখে ভারত কখনোই একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না। দেশের অর্ধেক মেধা ও প্রতিভাকে একপাশে সরিয়ে রেখে যেমন একটি 'বিকশিত ভারত' নির্মাণ করা সম্ভব নয়, তেমনি জনসংখ্যার অর্ধেক অংশের কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করে একটি প্রকৃত গণতন্ত্রও বিকশিত হতে পারে না।

আগামীর পথটি এখন সম্পূর্ণ স্পষ্ট। প্রশ্নটি হলোসেই পথে এগিয়ে চলার মতো দৃঢ় সংকল্প আমাদের আছে কি না।

(লেখক রাজ্যসভার সংসদ সদস্য; ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং কমনওয়েলথ গেমস অ্যাসোসিয়েশন, ভারতের সভাপতি।)

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৪৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া: অমিত শাহ

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার দাবি করেছেন, বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তে ৪৫ দিনের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে "খোলা সীমান্ত" বন্ধ করা হবে।

পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে এক নির্বাচনী সভায় শাহ বলেন, "পশ্চিমবঙ্গকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে মুক্ত করা আমাদের অগ্রাধিকার। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর আত্মীয় কেউই তা করতে দেবেন না। তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশ সীমান্ত খোলা ও বেড়াবিহীন রেখেছেন। আমরা ক্ষমতায় এলে ৪৫ দিনের মধ্যে সেখানে কাঁটাতারের বেড়া তুলে সীমান্ত সিল করে দেব।"

এর আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি বিধানসভা কেন্দ্রের সভাতেও একই ইস্যু তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশ থেকেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সরানো বিজেপির লক্ষ্য।

তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে শাহ অভিযোগ করেন, দলটির নেতাকর্মীরা চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং মহিলাদের উপর অপরাধের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। "ক্ষমতায় এলে একে একে সকলকে চিহ্নিত করে জেলে পাঠানো হবে," বলেন তিনি।

ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড় আম্ফান-এর সময় ত্রাণ তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগও তোলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, "২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩,০০০ কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তৃণমূলের গুন্ডারা সেই টাকা লুট করেছে। আমরা এর হিসাব নেব।"

শিল্পোন্নয়নের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শালবনিতে জিন্দাল গোষ্ঠীর ইস্পাত প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ বিজেপি সরকার এলে দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। পাশাপাশি অবৈধ বালু তোলার বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

"শিল্প হবে, কিন্তু সিন্ডিকেটরাজ চলবে না," যোগ করেন শাহ।

পুলিশের ভূমিকা

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে স্লোগান দিতে থাকেন এবং তিপরা মথার প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও তোলেন। ঘটনায় উত্তেজনা চরমে পৌঁছালে পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন।

পরে পুলিশের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসে। পাশাপাশি, ওসি জয়ন্ত মালাকারকে অপসারণের দাবিও তোলেন বিক্ষোভকারীরা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং গোটা ঘটনার উপর নজর রাখছে প্রশাসন।

গভীর রাতে

● প্রথম পাতার পর

মনুবনকুল এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে হামলা ও উত্তেজনার ঘটনা ঘটছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

এছাড়াও মনু এলাকার বাসিন্দা যুব নেতা সুশান্ত মগ -এর রাবার বাগানে প্রায় ২০টি রাবার গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনায়ও অভিযোগের তির তিপ্রা মথা সমর্থকদের বিরুদ্ধে উঠেছে।

তবে এখন পর্যন্ত কোনও ব্যক্তির উপর সরাসরি হামলার ঘটনা ঘটেনি বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত এডিসি নির্বাচনে ২৮ নম্বর শিলাছড়ি মনুবনকুল আসনে বিজেপি জয়লাভ করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কৈলাসহরে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে

● প্রথম পাতার পর

সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। প্রথমে শ্রীনাথপুরের বাসিন্দা জব্বার আলীর বাড়িতে আগুন লাগে এবং মুহূর্তের মধ্যে তা পাশের আরেকটি ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে অল্প সময়ের মধ্যেই দুটি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘরে থাকা আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী পুড়ে যাওয়ায় দুই পরিবার কার্যত নিঃস্ব হয়ে পড়েছে।

খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা চালালেও তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ঘর দুটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে বলেন, এই দুঃখজনক ঘটনায় দুই পরিবার সর্বস্ব হারিয়েছেন। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে এবং দ্রুত তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সহায়তায় এগিয়ে এসেছে এলাকাবাসী ও স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। যৌথ উদ্যোগে নতুন ঘর নির্মাণের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।

হরমুজ প্রণালীতে ভারতীয়

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে বলে জানান তিনি। শনিবার ইরান-এর দূতাবাসের সঙ্গে বৈঠকে ভারত বিক্রম মিস্রি-র মাধ্যমে হরমুজ প্রণালিতে ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজে গুলিচালনার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। ওই ঘটনায় ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর গানবোট জড়িত ছিল বলে জানা গেছে।

এমইএ জানায়, ভারত বাণিজ্যিক জাহাজ ও নাবিকদের নিরাপত্তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং দ্রুত নিরাপদ যাতায়াত পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রদূত এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

পরকীয়ার অভিযোগে যুবককে

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ। গতকাল রাতে বিমল মালাকার রাজীব মালাকারকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে বেধড়ক মারধর করে। খবর পেয়ে এলাকার লোক এবং রাজীব মালাকারের মা তাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তার সারা শরীর এবং মাথায় আঘাত লাগে। জানা যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার অবস্থা বর্তমানে আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। যদিও রাজিব মালাকারের মা ওই অবৈধ সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তিনি এ ব্যাপারে আইনের সাহায্য নেবেন বলে জানান।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

আত্মীয়-পরিজনদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনই একাধিক দুর্ঘটনা, অস্ত্রোপচার কিংবা গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য রক্তের প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ব্লাড ব্যাঙ্কে মজুত রক্তের পরিমাণ অত্যন্ত কম। ফলে রোগীর আত্মীয়দের বাধ্য হয়ে বাইরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পরিচিত মহল কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে রক্তের সন্ধান করতে হচ্ছে।

অনেক ক্ষেত্রে সময়মতো রক্ত না পাওয়ায় রোগীর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।এক রোগীর পরিজন জানান, "ডাক্তাররা দ্রুত রক্তের ব্যবস্থা করতে বলছেন, কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্কে গেলে বলা হচ্ছে রক্ত নেই। এরপর আমরা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছি, কিন্তু এত অল্প সময়ে রক্ত পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ছে।"

অন্যদিকে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইলে বলা হচ্ছে রক্ত নেই।তবে কি স্বেচ্ছায় রক্তদানের হার কমে যাওয়ায় এই সংকট তৈরি হয়েছে নাকি অন্য কোন কারন। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। সচেতন মহলের একাংশ মনে করছেন, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।তাদের দাবি,অতিসত্বর ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল-এর ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ঘাটতি পূরণ করা হোক। পর্যাপ্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত মজুত রাখার জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

এদিকে, রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সচেতন মহল রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তাদের মতে, বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং মানবিক, তাই অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো রোগী রক্তের অভাবে জীবনসংকটে না পড়েন।

মহা সমারোহে

● প্রথম পাতার পর

উপজাতিদের হলেও আজ তা সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের সব সম্প্রদায়ের মানুষই এই উৎসবে অংশ নিয়ে আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছেন। এবছরও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। সব মিলিয়ে গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করে আজ ত্রিপুরাজুড়ে এক অনন্য মিলনমেলা ও আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

পরিস্থিতি অত্যন্ত

● প্রথম পাতার পর

সাল থেকে এসব এমন কিছু নতুন নয়। এসব সিপিএম - কংগ্রেস করছে এবং এখন তিপ্রা মথা করছে। গতকাল এখানে এসে দেখলাম অনেক মানুষ শিবিরে অবস্থান করছেন। আমি শহীদ ভগৎ সিং ক্যাম্পে গিয়েছি, যেখানে প্রায় ৩০০ জনজাতি রয়েছেন। আমি তাদের সাথে কথা বলেছি এবং তাদের আশ্বস্ত করেছি যে যেখানেই ক্ষতি হয়েছে, সরকার এবং দল তা দেখভাল করবে। আমি তাদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেছি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ সন্ধ্যায় তিনি ডিজিপি এবং মুখ্যসচিবের সাথে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমরা এসব হতে দিতে পারি না। এটা ক্যান্সারের মত। ক্যান্সারের কোন সহজ উত্তর নেই, তবে মাঝে মাঝে এর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। এটি একটি রোগ এবং যত ওষুধের প্রয়োজন হয়, আমরা তা দেব। আমরা এমন কিছু হতে দেব না। আজ আমি খোয়াইতে এসে দেখি প্রায় ২৫০ জন দলীয় অফিসে আশ্রয় নিয়েছেন। কিছু বাড়িতে দুবার হামলা হয়েছে, আবার কিছু জায়গায় বাড়ি ফেরার জন্য লোকেদের কাছে টাকা চাওয়া হচ্ছে। আমরা এসব কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

ডাঃ সাহা বলেন যে একজন মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী হিসেবে আমরা জনগণকে রক্ষা করা ও নিরাপত্তা দেওয়ার শপথ নিয়েছি এবং আমরা তা করব। আমরা ইতিমধ্যে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছি এবং আরও প্রদান করব। আমরা আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবএটা একটা মিশন। এ ধরনের ঘটনা আমরা আর হতে দিতে পারি না। সেজন্য আমরা মুখ্যসচিব ও পুলিশের মহানির্দেশকের সঙ্গে এখানে এসেছি। আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেব এবং কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। আমরা ইতিমধ্যেই অপরাধীদের গ্রেপ্তার শুরু করেছি, আরও গ্রেপ্তার করা হবে। পরিদর্শন কালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, বিজেপির সাধারণ সম্পাদক এবং বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী।

চিন্ময়ী মন্দিরের উদ্বোধনে

● প্রথম পাতার পর

ধারণ করে এগিয়ে যায়, তবে বিভেদের রাজনীতি করা শক্তিগুলোর অস্তিত্বই সংকটে পড়বে। তাই তারা ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করার চেষ্টা করছে।"

তিনি আরও জানান, দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে এসেছে। এই ঐতিহ্য বজায় রাখতে হলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি।

তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে আসে, যেকোনো পরিস্থিতিতেই আতঙ্কিত না হয়ে সমাজে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্প্রীতি বজায় রাখা জরুরি। তিনি বলেন, "অশুভ শক্তির এই প্রচেষ্টা রুখতে হলে আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে এবং দেশের ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।"

এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নতুন করে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

শেষপর্যন্ত তিনি দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, "ভারতের বিবিধতার মধ্যেই একতার শক্তি নিহিত। কিন্তু ভারতের এই উত্থানকে আটকাতে বহিঃশক্তি আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে। আমাদের সকলকে এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।"

চিন্ময় সেবা ট্রাস্ট, ত্রিপুরার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, মহান ব্যক্তিদের পাশে থাকলে ও সাথে থাকলে অনেক কিছু শেখা যায়। এসবই আমাদের জীবন দর্শন। আজ চিন্ময় মিশন ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোয় আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই শুভদিনটি আমাদের আদি শঙ্করাচার্যের জয়ন্তীর পবিত্র তিথি। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও কুম্ভভিষেকম এর এই মহৎ উদ্যোগ ত্রিপুরার জন্য তো বটেই, সারা ভারতবর্ষ ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য একটা বিশেষ তাৎপর্যের বিষয়। সমস্ত জায়গার মানুষ এখন এখানে দেখতে আসবেন। যেখানে আধ্যাত্মিকতার বিষয় জড়িয়ে আছে। শিক্ষা আর মানব সেবার একটা উজ্জ্বল কেন্দ্র অর্থাৎ সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হবে এটা। আমার কাছে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে এই মন্দিরটি মা ত্রিপুরা সুন্দরীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আমরা জানি ৫১ শক্তি পীঠের অন্যতম একটা মা ত্রিপুরা সুন্দরী। আমরা সবসময় মাকে স্মরণ করেই যেকোন শুভ কাজ শুরু করি।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময়েও আমি এসেছিলাম, ২৭ জুন, ২০২৫। এক বছর পূর্ণ না হতেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে সময়ের আগেও কাজ শেষ করা যায়। এই মন্দিরের কেন্দ্রে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু একখণ্ড পাথরে তৈরি বিশাল মূর্তি। যা ভক্তদের আকর্ষিত করবে এবং গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। উন্মুক্ত মনোরম পরিবেশে এই মূর্তিকে ঘিরে রয়েছে শ্রী আদি শংকরাচার্যের রচিত অমর সৌন্দর্য লহরীর শ্লোক ও মূল্যবান বাণী সমন্বিত ২৭টি স্তম্ভ, যা আমাদের শুভ চিন্তনের বিকাশ ও মহাজাগতিক সংযোগ সম্পর্কে ভাবিত হতে সাহায্য করবে। এই পবিত্র স্থান আগামী দিনে শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক, চিন্তন, ভক্তির এবং সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হবে। জ্ঞানের কোন শেষ নেই। যত জ্ঞান বাড়বে, তত মানুষ সমৃদ্ধ হবে। আগামীতে আমিও এখানে আসবো। আর আপনারাও সময় নিয়ে আসবেন।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আলোচনায় আরো বলেন, ত্রিপুরার এই পবিত্র ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির আধ্যাত্মিক আলোর এক দীপশিখা হয়ে উঠবে। ত্রিপুরা তথা সমগ্র দেশে অন্যান্য যেগুলি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারমধ্যে এটাও যেন সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই কামনা করি। উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির, কসবা কালিবাড়ি, চতুর্দশ দেবতা মন্দির, চণ্ডী বাড়ি, অমরপুরের শান্তি কালীবাড়ির মতো এই নতুন মন্দিরটি আধ্যাত্মিক আরাধনার একটি নির্দশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। আমাদের রাজ্যে ধর্মীয় পর্যটন নিয়ে সরকার অনেক কাজ করছে। এটাও ধর্মীয় পর্যটনের ক্ষেত্রে একটি নতুন পালক হয়ে থাকবে। আমাদের ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক চেতনা ও বিকাশের একটা তীর্থভূমি। যুগে যুগে আমাদের দেশে মহামানবরা জ্ঞান ও চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে চিন্ময়া হরিহরা প্রতিষ্ঠানটি এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পিছিয়ে পড়া অংশের শিশুদের ভবিষ্যত গড়ে তোলার মহৎ কাজটি করছে। ইতিমধ্যে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী এখানে শিক্ষালাভ করছে। আমি আশা করি যে এই মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগামী দিনেও বহু মানুষের সেবায় নিরন্তর কাজ করে যাবে। রাজ্য সরকার সবসময়ই এই সেবা প্রতিষ্ঠানটির পাশে থাকবে বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ও ত্রিপুরার প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরার রাজপরিবারের সন্তান জিষ্ণু দেববর্মণ তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণে বৈদিক দর্শনের সারকথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ই হলো এক একটি মন্দির।" 'একম সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তী' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি ব্যাখ্যা করেন, "বহুত্বের মধ্যেও আমরা এক। ধর্ম ছাড়া শিক্ষা অপূর্ণ।"

চিন্ময় মিশনের পক্ষ থেকে স্বামী বিজ্ঞানন্দ আশীর্বচন প্রদান করেন। বক্তব্য রাখেন মিশনের উত্তর পূর্ব ভারতের প্রধান স্বামী মিত্রানন্দ মহারাজ। তাঁর বক্তব্য সকলকে মুগ্ধ করেছে।আদি শঙ্করাচার্যের পুণ্যতিথিতে এই মন্দির উদ্বোধনের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে সমাজের কল্যাণে নিজেদের নিবেদিত করবে।

ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দসেনা রেড্ডি বর্তমান ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্ময় মিশনের ভূমিকার গভীর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "ত্রিপুরার মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যে এই বিদ্যালয় ও মন্দির স্থাপন শুধু একটি ধর্মীয় কাজ নয়, এটি এক অনন্য সমাজসংস্কারমূলক প্রয়াস।"

অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ ছাড়াও চিন্ময় মিশনের ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি ও সম্পাদকবর্গ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা ও দেশপ্রেমের এক মহামিলন, যা আগামী প্রজন্মের কাছে পাথেয় হয়ে থাকবে।

ক্রীড়াঙ্গন

ওঙ্কারের ঝড়ো শতকে পোলস্টারকে হারিয়ে গ্রুপ রানার্স শতদল সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মূল পর্বে খেলার নিশ্চয়তা, এমনকি গ্রুপ রানার্সের স্বীকৃতি - সমস্ত কিছুই শতদলের হাতে চলে এসেছিল শেষ একটি ম্যাচ বাকি থাকতেই। তবুও গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে জয়ী হওয়ার আনন্দটা মূল পর্বে খেলার মনোবল কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে শতদল সংঘের। টিসিএ আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে গ্রুপ লীগের ম্যাচে শতদল সংঘ আজ, মঙ্গলবার ২৮ রানের ব্যবধানে পোলস্টার কে পরাজিত করেছে। বেলা একটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ২৪৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওঙ্কার যাদবের অনবদ্য সেঞ্চুরি বেশ নজর কেড়েছে। ওঙ্কার ৫৯ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও দশটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৮ রান সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের স্বীকৃতিও পায়। এছাড়া, দেব বার্ণালের অপরাজিত ৭১ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। দেব মূলতঃ ৩৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ৭১ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকে। মারকুটে ব্যাটার অরিন্দম বর্মনের তিন বলে ১৬ রানও নজর কেড়েছে। পোলস্টারের অনিরুদ্ধ পাল দুটি এবং পৌরুষ মিশ্র একটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পোলস্টারের ব্যাটার্সরা যথেষ্ট চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। আট উইকেট হারিয়ে ২১৬ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত কুড়ি ওভার শেষ হয়ে যায়। দলের পক্ষে আদিত্য যাদব দুর্দান্ত ব্যাট চালিয়ে ৫৯ বল খেলে নটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১০৬ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। শতদলের নিরঞ্জন শর্মা ২৯ রানে তিনটি এবং দেবরাজ দে ২৩ রানের বিনিময়ে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

বিএসটি-কে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিকের মধ্য দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে হার্ভে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা তিনটি ম্যাচে জয়ী হার্ভে ক্লাব। দুর্দান্ত এই জয়ের হ্যাটট্রিকের সুবাদে হার্ভে ক্লাব যথারীতি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে হার্ভে আজ, মঙ্গলবার ছয় উইকেটের ব্যবধানে ইউনাইটেড বি এস টি-কে পরাজিত করেছে। প্রথম ম্যাচে চলমান সংঘ কে ৩ উইকেটে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ সূচনা করলেও পরবর্তী দুটি ম্যাচে যথাক্রমে জেসিসি-র কাছে ৬ উইকেটে এবং কসমোপলিটনের কাছে ৫ উইকেটে পরাজয়ের পর হার্ভে-কে কিছুটা পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ তিনটি ম্যাচে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে হার্ভে ক্লাব এখন মূল পর্বের লড়াকু দল। সকাল সাড়ে আটটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে ইউনাইটেড বিএসটি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১১০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হার্ভে ক্লাব নয় ওভার তিন বল খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ইউনাইটেড বিএসটি-র অধিনায়ক কৃতি দীপ্ত দাসের অর্ধশতক কার্যত কাজে আসেনি। হার্ভে ক্লাবের আরমান হোসেনের ছত্রিশ রান এবং অনুরাগ রঘুবংশীর ২৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে ইউনাইটেড বিএসটি-র সায়ন লোধ ১৫ রানে এবং তন্ময় সরকার ৩০ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। হার্ভে ক্লাবের শুভজিৎ দাস, রানা দত্ত, আকাশ যাদব, শুভম ঘোষ ও সরাব সহানি প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। আরমান ১৪ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৩৬ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত ওপিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ওল্ড প্লে সেন্টার। হারিয়েছে ৪৮ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে। গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে দুরন্ত এই জয়ের সুবাদে ওল্ড প্লে সেন্টার গ্রুপ-এ থেকে তৃতীয় স্থানের স্বীকৃতি নিয়ে মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে ওল্ড প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর প্রারম্ভিক ব্যাটারসরা দৃঢ়তার সঙ্গে খেললেও তেমন রানের বহর দেখাতে পারেনি। তিন উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। ব্যাটিংয়ে ওল্ড প্লে সেন্টারের নবারুণ চক্রবর্তীর ৪৫ রান, দীপেন বিশ্বাসের ৪৪ রান, সোমরাজ দে-র ৩৮ রান উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর সুভাষ চক্রবর্তী ১৯ রানে এবং শ্যাম বিশ্বাস ৩২ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল। ওপিসি-র রাহুল চন্দ্র সাহা, দুটি উইকেট পেয়েছে ১৫ রানের বিনিময়ে। ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে দীপেন বিশ্বাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ইডেনে অনুশীলন শুরু পাথিরানার, লখনউ ম্যাচে খেলতে তৈরি ১৮ কোটির পেসার?

একটা জয় অনেক কিছু বদলে দিয়ে যেতে পারে। টানা হারের পর কেকেআর ড্রেসিংরুমে যে গুমোট আবহ তৈরি হয়েছিল, রবিবার ইডেনে জেতার পর অনেকটাই কেটেছে। টিমের মধ্যে বিশ্বাস ফিরেছে। অবশ্য শুধু জয় নয়, বরুণ চক্রবর্তীর ফর্মে ফেরা আরও বেশি স্বস্তি দিচ্ছে কেকেআরকে। রিঙ্কু সিং চেনা ছন্দে। ম্যাচ জিতিয়েছেন। রিঙ্কু ধন্যবাদ জানাচ্ছেন ঈশ্বরকে। তাঁর সহজ ক্যাচ না পড়লে কেকেআর ম্যাচটা হয়তো জেতে না।

আপাতত দুটো-তিনটে দিন পুরোপুরি ছুটি। পরের ম্যাচের আগে এক সপ্তাহ সময় রয়েছে। তাই ক্রিকেটারদের ক্রিকেট থেকে কয়েকটা দিন দূরে রাখা হচ্ছে। বুধবার দুপুরে টিম লখনউ চলে যাবে। আগামী রবিবার লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচ। তার আগে অবশ্য একটা ভালো খবর থাকছে। পরের ম্যাচে মাথিশা পাথিরানাকে পাওয়া যেতে পারে। দু'দিন আগেই শহরে চলে এসেছিলেন শ্রীলঙ্কার পেসার। তবে ইডেনে আগের ম্যাচে খেলেননি। সোমবার থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন পাথিরানা। এ দিন ইডেনে ফিজিও, আর ট্রেনারদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেনিং করেছেন পাথিরানা। যেহেতু পরের ম্যাচের আগে প্রায় সপ্তাহখানেক সময় থাকছে, কেকেআর শিবিরের আশা, ওই ম্যাচে ১৮ কোটির পেসারকে হয়তো খেলানো যাবে।

অন্যদিকে ম্যাচ শেষে আইপিএল ওয়েবসাইটে দুই নায়ক নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। রিঙ্কু আর অনুকূল রায়। রিঙ্কুকে জিজ্ঞেস করা হয়, ওই শট খেলার পর কী মনে হয়েছিল? রিঙ্কু বলেন, "রামনদীপের সঙ্গে তখন ব্যাট করছিলাম। ও একটা কথাই বলছিল। পার্টনারশিপ দরকার। শেষপর্যন্ত ম্যাচটা নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু একটা সময় এমন পরিস্থিতি হয় যখন বাউন্ডারির দরকার ছিল। ঠিক তখনই ওই শট খেলতে যাই। ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ যে ক্যাচটা মিস হয়। তারপর নিজের সঙ্গে কথা বলি।" তারপর আর রিঙ্কু কোনও ভুল করেননি। রিঙ্কুর কাজ কিছুটা হলেও সহজ করে দেন অনুকূল। দু'জনের পার্টনারশিপই কেকেআরকে ম্যাচ জেতায়। রিঙ্কুর কথায়, "অনুকূল আর আমি দু'জনে রুমমেট। ক্রিকেট নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর কথা হয়। তাই জন্য দু'জনের বোঝাপড়াটাও খুব ভালো। ওই সময় আমাদের ভীষণভাবে একটা পার্টনারশিপ দরকার ছিল। অনুকূল খুব ভালো ইনিংস খেলেছে। ওর জন্য আমি খুব খুশি। বেশ কয়েক বছর ধরে কেকেআর টিমের সঙ্গে রয়েছে। অনুকূল বোলিং করে, সেটা সবাই জানে। কিন্তু ব্যাট হাতে কী করতে পারে, সেটা বুঝিয়ে দিল।"

অনুকূল নিজেও ঠিক করে নেমেছিলেন রিঙ্কুর উপর বাড়তি চাপ পড়তে দেবেন না। বলছিলেন, "আমি শুধু ভাবছিলাম যে রিঙ্কু যদি আটকেও যায়, তাহলে আমাকে চাপটা সরিয়ে দিতে হবে। যাতে ও স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলতে পারে। বাড়তি ঝুঁকি না নিতে হয়।"

আইপিএল পরই টেস্ট, ঠাসা সূচিতে অখুশি গম্ভীর-গিল! 'প্ল্যান বি'তে নতুনদের সুযোগ দেবে বোর্ড

অতি ক্রিকেটে জেরবার গৌতম গম্ভীর। আইপিএল শুরু হলেই ভারতের টেস্ট ম্যাচ। হাতে একেবারে সময় নেই। ঠাসা সূচিতে অখুশি কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমান গিল। যে কারণে টেস্ট দল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার পথে হাঁটতে পারে টিম ইন্ডিয়া। সেক্ষেত্রে আকিব নবি, দেবদত্ত পাড়িক্কলের মতো একাধিক নতুন মুখকে দলে জায়গা দেওয়া হতে পারে। ৩১ মে আইপিএলের ফাইনাল। কোন দুই দল ফাইনালে নামবে সেটা সময়ই বলবে। এদিকে ৬ জুন থেকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি মাত্র টেস্ট। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষের দিন কুড়ির মধ্যে আইপিএল শুরু হয়েছে। আবার সেই টুর্নামেন্ট শেষের একসপ্তাহের মধ্যে দেশের মাটিতে টেস্ট ম্যাচ। ফলে অনেক ক্রিকেটারই বিশ্রাম পাবেন না। অতিরিক্ত ক্রিকেটের ধকলে চোট-আঘাতের সম্ভাবনাও থাকে।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের মতে, এত ঠাসা সূচিতে যথেষ্ট বিরক্ত গম্ভীর ও গিল। এর আগেও এত ঘন ঘন ম্যাচ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে বিসিসিআইয়ের নির্বাচকরা 'প্ল্যান বি'তে যেতে পারেন। সেটা হল, ঘরোয়া ক্রিকেটে এবার যাঁরা ভালো খেলেছেন, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁদের সুযোগ দেওয়া হতে পারে। সেই তালিকায় আছেন গুর্নুর ব্রার, মানব সুথার, আকিব কবি ও দেবদত্ত পাড়িক্কলের মতো তরুণ মুখ। সেক্ষেত্রে জশপ্রীত বুমরাহ, শুভমান গিল, কেএল রাহুল, এমনকী রবীন্দ্র জাদেজাকেও বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। বিশেষ করে বুমরাহ টানা ক্রিকেট খেলে চলেছেন। বোর্ডের এক সূত্রের বক্তব্য, "আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেললে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে কোনও পয়েন্ট আসবে না। তাই ওয়ার্কলোডের বিষয় মাথায় রাখতে হবে। এখন ওয়ানডে ও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এরপর শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্লেয়ারদের ফিট থাকা দরকার। তাছাড়া এত দ্রুত টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে মানিয়ে নেওয়া মুশকিল। আমাদের কোচ ও অধিনায়ক এই নিয়ে খুবই সরব।"

খেলোয়াড়দের সুরক্ষা নিয়ে উঠল প্রশ্ন

বল ভাসছিল জলে। ফুটবলারেরা খেলা তো দূর, ভাল করে দৌড়তেও পারছিলেন না। সেই পরিস্থিতিতেই রবিবার হয়েছে মোহনবাগান বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচ, যা সবুজ-মেরুন জিতেছে ১-০ গোলে। সেই ম্যাচে গুরুতর চোট পেলেন নর্থইস্টের ফুটবলার অঙ্কিত পদ্মনাভন। এর পরেই ফুটবলারদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল।

জানা গিয়েছে, কাঁধে গুরুতর চোট পেয়েছেন অঙ্কিত। কাঁধের হাড় সরে গিয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। বৃষ্টি ভাসা মাঠে খেলতে গিয়েই এমন অবস্থা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে দলের তরফে। চোট পেয়েছেন মোহনবাগানের সাহাল সামাদও। প্রশ্ন উঠছে, কেন ওই পরিস্থিতিতেও খেলা চালিয়ে যাওয়া হল?

রবিবার গুয়াহাটিতে হওয়া বৃষ্টিতে প্রায় গোটা শহরই জলের তলায়। বেশির ভাগ জায়গায় হাঁটু বা কোমরসমান জল জমে গিয়েছে। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী নামাতে হয়েছে মানুষের সাহায্যার্থে।

উল্লেখ্য, রবিবারের ম্যাচ প্রায় এক ঘণ্টা বন্ধ রাখতে হয়েছিল বৃষ্টির জন্য। মাঠে জল জমে বল ভাসছিল। সেই জমা জল কিছুটা পরিষ্কার করা পর খেলা শুরু হলেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। কারণ বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছিল। নর্থইস্টের ফুটবলারেরা বার বার খেলা বন্ধের আবেদন করলেও রেফারি ক্রিস্টাল জন কানে তোলেননি। মোহনবাগান খেলা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিল। যে হেতু ফল ছিল তাদের অনুকূলে। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানই বিজয়ী হয়েছে ম্যাচে। তবে প্রশ্ন উঠেছে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে।

৩২৫ দিন আর ১৪৬ বল পরে আইপিএলে উইকেট পেলেন বুমরা!

আমদাবাদ: কেউ কেউ বলেন, তিনি বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পেসার। ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটে যাঁর সমান দাপট। ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক। অথচ আইপিএলে উইকেট পাচ্ছিলেন না।অবশেষে স্বস্তি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সমর্থকদের। যশপ্রীত বুমরা অবশেষে চলতি আইপিএলে তাঁর প্রথম সাফল্য পেলেন। তিনি গুজরাত টাইটান্স ইনিংসের প্রথম বলেই সাই সুদর্শনকে আউট করেন। চলতি আইপিএলে সোমবার ছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ষষ্ঠ ম্যাচ। সেই ম্যাচেই বুমরা প্রথম সাফল্য পান। বুমরাকে এই উইকেটটি পাওয়ার জন্য ৩২৫ দিন অপেক্ষা করতে হল। ১৪৬ বল পরে তিনি আইপিএলে কোনও উইকেট পেলেন যশপ্রীত বুমরার উইকেটের খরা চলছিল গত মরশুমের আইপিএল থেকেই। জ্জঞ্জজ্র-এ তিনি তাঁর শেষ উইকেটটি গত মরশুমের এলিমিনেটর ম্যাচে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে নিয়েছিলেন। সেই এলিমিনেটর ম্যাচে তাঁর স্পেলের তৃতীয় ওভারের চতুর্থ বলে বুমরা উইকেট নিয়েছিলেন। সেই ম্যাচের শেষ ৮ বলে বুমরা আর কোনও উইকেট পাননি। অন্যদিকে, এই মরশুমে বুমরা ১৩৮ বল করার পর প্রথম সাফল্য পেলেন। এইভাবে তিনি ১৪৬ বলের পর জ্জঞ্জজ্র-এ উইকেট পেলেন যশপ্রীত বুমরা-কে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তাঁর পরবর্তী উইকেট নেওয়ার জন্য ৩২৫ দিন অপেক্ষা করতে হল। যখন তিনি গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে গত মরসুমের এলিমিনেটরে উইকেট নিয়েছিলেন, সেই দিনটি ছিল ৩০ মে। তার ৩২৫ দিন পর তিনি ২০ এপ্রিল তারিখে পরবর্তী উইকেটটি নিলেন।বুমরা চলতি আইপিএলে পাঁচটি ম্যাচে উইকেটের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং ষষ্ঠ ম্যাচের প্রথম বলেই সাই সুদর্শনকে আউট করেন। বুমরা তাঁর ১৫১ ম্যাচের আইপিএল কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত ১৮৪টি উইকেট নিয়েছেন। বুমরা আইপিএলে পঞ্চম সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। তিনি ডোয়েন ব্রাভোকে পিছনে ফেলেছেন।

'ভারতীয় দলের টুপি কি বিনামূল্যে পাওয়া যায়?' ভারত দ্বিতীয় সারির দল খেলাবে শুনেই রেগে লাল অশ্বিন

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য ৩০-৩৫ জন ক্রিকেটারকে তৈরি রাখতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ঠাসা সূচিতে একসঙ্গে বা গায়ে গায়ে দু'টি প্রতিযোগিতা পড়ে গেলে দু'জায়গায় দু'টি দলকে পাঠানো হতে পারে। বিসিসিআইয়ের দু'টি জাতীয় দলের ভাবনায় ক্ষুব্ধ রবিচন্দ্রন অশ্বিন।আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত। একই সময় হবে এশিয়ান গেমস। সেখানেও ক্রিকেট রয়েছে। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ ও এশিয়ান গেমসে দু'টি পৃথক ভারতীয় দলকে খেলতে দেখা যেতে পারে। একটির নেতৃত্বে থাকতে পারেন সূর্যকুমার যাদব। অন্যটির শ্রেয়স আয়ার। বোর্ডের এই পরিকল্পনা মানতে পারছেন না প্রাক্তন অফস্পিনার। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, "ভারতীয় দলের টুপির কী মূল্য থাকল? টুপির আর কী সম্মান থাকবে? ভারতীয় দলের টুপি পরার জন্য একটা গর্বের মুহূর্ত প্রয়োজন। ক্রিকেটাররা অসংখ্য মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। গোটা দেশের মানুষ ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলা দেখে।" তিনি আরও বলেছেন, "একাধিক দল তৈরি করা হলে অনেকেই আন্তর্জাতিক অভিষেকের সুযোগ পাবে। কোনও একটা দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে যাবে। মানুষ আর বিষয়টাকে গুরুত্ব দেবে না। ভারতীয় দলের টুপির গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। বেশি সংখ্যক ক্রিকেটারকে সুযোগ দিতে হবে 'এ' দলের খেলার ব্যবস্থা করা হোক। বিনামূল্যে ভারতীয় দলের টুপি বিতরণ করা যায় না। এটা অর্জন করার জিনিস।"২০২৩ সালের এশিয়ান গেমসের সময়ও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সে বার ঘরের মাঠে এক দিনের বিশ্বকাপ ছিল। বিসিসিআই রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে 'এ' দল পাঠিয়ে ছিল এশিয়ান গেমসে। সেই দলে রিঙ্কু সিংহ, যশস্বী জয়সওয়াল, তিলক বর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দরদের মতো উঠতি ক্রিকেটাররা ছিল। ব্যস্ত সূচি সামাল দিতে তেমন ব্যবস্থাই চান অশ্বিন। ভারতীয় দলের দরজা হাট করে খুলে দেওয়ার পক্ষে নন তিনি।

চেলসিকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় তিনে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, ডার্বিতে এভার্টনকে হারাল লিভারপুল

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি আর্সেনালকে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের লড়াই জমিয়ে দিয়েছে। এই দুই দলের মধ্যে যে কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। বাকি আর কোনও দল ট্রফি জেতার লড়াইয়ে নেই। তাদের মধ্যে লড়াই চলছে আগামী মরসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করার। সেই লড়াইয়ে কিছুটা এগোল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও লিভারপুল। চেলসিকে হারাল ম্যান ইউ। লিভারপুল আবার শেষ দিকে গোল করে ডার্বিতে হারাল এভার্টনকে।মরসুমের মাঝে মাইকেল ক্যারিক দায়িত্ব নেওয়ার পর বদলে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। মরসুমের মাঝেও যে দল পয়েন্ট তালিকায় অনেকটা পিছনে ছিল, সেই দলই এখন তিন নম্বরে। আর্সেনাল ও ম্যান সিটির পরেই রয়েছেন ব্রুনো ফের্নান্দেসরা। রবিবার ম্যান ইউর প্রতিপক্ষ ছিল চেলসি। ক্যারিক জানতেন, বুদ্ধি করে ৩ পয়েন্ট তুলতে হবে। সেটাই করলেন তিনি। প্রথমার্ধের বিরতির ঠিক ২ মিনিট আগে গোল করেন ম্যান ইউর ম্যাথিউস কুনহা। সেই গোলেই খেলার ফয়সালা হয়ে গেল। বলের দখল বেশি ছিল চেলসির। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড যেখানে মাত্র চারটি শট মেরেছে সেখানে চেলসি মেরেছে ২০টি শট। কিন্তু তার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল মাত্র একটি। এই পরিসংখ্যান বুঝিয়ে দিচ্ছে, ম্যান ইউর রক্ষণ ভাঙতে পারেনি চেলসি। ১-০ গোলে জেতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।মার্সিসাইড ডার্বিতে লিভারপুল বনাম এভার্টন ম্যাচ শেষ পর্যন্ত টান টান হয়েছে। ২৯ মিনিটে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন মো সালাহ্। ৫৪ মিনিটে সমতা ফেরান বেটো। তার পর নির্ধারিত ৯০ মিনিটে দুই দল আর গোল করতে পারেনি। কিন্তু সংযুক্তি সময়ের দশম মিনিটে কর্নারে হেড করে লিভারপুলের জয়সূচক গোল করেন অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডাইক। আর ফিরতে পারেনি এভার্টন। ২-১ গোলে জেতে লিভারপুল। রবিবারের ম্যাচের পর প্রিমিয়ার লিগে তিন নম্বরে ম্যান ইউ। ৩৩ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৫৮। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্টও ৫৮। গোলপার্থক্যে চার নম্বরে তারা। পাঁচ নম্বরে রয়েছে লিভারপুল। ৩৩ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৫৫। প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় থাকা প্রথম পাঁচ দল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবে। ফলে জোর লড়াই চলছে ম্যান ইউ, অ্যাস্টন ভিলা ও লিভারপুলের মধ্যে।

রবিবার নর্থইস্টকে হারালেই আবার আইএসএলের শীর্ষে মোহনবাগান, মুম্বইকে হারাল গোয়া, চারে নামল ইস্টবেঙ্গল

মোহনবাগানের সামনে আবার আইএসএলের শীর্ষে ওঠার সুযোগ। শনিবার গোয়ার কাছে মুম্বই হেরে যাওয়ার ফলে রবিবার মোহনবাগান নর্থইস্টকে হারাতে পারলেই শীর্ষে উঠে আসবে। গোয়া জেতায় অবশ্য এক ধাপ নীচে নেমে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তিন থেকে তারা নেমেছে চারে।৯ ম্যাচে মুম্বইয়ের পয়েন্ট ১৮। তারা এখনও শীর্ষেই আছে। তবে রবিবার মোহনবাগান জিতলে তাদের পয়েন্ট হবে ২০। মুম্বইকে টপকে যাবে তারা। মুম্বইকে হারিয়ে তিনে উঠে আসা গোয়ার ৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্টে। একটি ম্যাচ কম খেলে ১৫ পয়েন্টে থাকা ইস্টবেঙ্গল নেমে গিয়েছে চারে। এ দিন ফতোরদায় মুম্বইকে ২-০ গোলে হারিয়েছে গোয়া। সাহিল তাভোরা এবং মহম্মদ নেমিল গোল করেছেন। গোটা ম্যাচেই দাপট রেখে জিতেছে গোয়া। মুম্বইকে এক বারের জন্যও ম্যাচে ফেরার সুযোগ করে দেয়নি। আরও বেশি গোল করতে পারত গোয়া। তবে মুম্বইয়ের দুই ডিফেন্ডার নুনো রেইস এবং বিজয় ছেত্রী বিপদ বাড়তে দেননি।দিনের প্রথম ম্যাচ ছিল কেরল ব্লাস্টার্স বনাম জামশেদপুর এফসি-র। সেই ম্যাচে কেরল জিতেছে ২-০ গোলে। নিহাল সুধিশ এবং ভিবিন মোহানন গোল করেন। জয়ের ফলে কেরল ১৩ থেকে ১১ নম্বরে উঠে এসেছে। ১০ ম্যাচে তাদের ৮ পয়েন্ট। জামশেদপুরের ৯ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট।

মেসির আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান? দু'দেশের বৈঠকে জোরালো হল সম্ভাবনা, কবে হবে ম্যাচ?

লিয়োনেল মেসির দেশ আর্জেন্টিনার সঙ্গে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ খেলতে পারে পাকিস্তান। তেমনই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তাদের দাবি, দু'দেশের প্রতিনিধিরা বৈঠকও করে ফেলেছেন।পাকিস্তান এবং আর্জেন্টিনার ফুটবল সংস্থার প্রতিনিধিদের মধ্যে অনলাইন বৈঠক হয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতা, কোচিংয়ের উন্নতি, টেকনিক্যাল দক্ষতা বাড়ানোর কর্মশালা এবং একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, আর্জেন্টিনার কোচেরা পাকিস্তানে যাবেন। পাকিস্তানের ফুটবলের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সে দেশের কোচেদের জ্ঞান বাড়ানোই হবে তাঁদের কাজ। আর্জেন্টিনায় অবস্থিত পাকিস্তানের মিশনের তরফে বৈঠকটি আয়োজন করা হয়েছিল। দুই দেশের ফুটবল সংস্থার প্রতিনিধিদের একত্র করার কাজ করেছিল তারাই। খুব ভাল বৈঠক হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হাসান আফজল খান এবং পাকিস্তানের ফুটবল সংস্থার সভাপতি সৈয়দ মহসিন গিলানি বৈঠকে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।তবে বিশ্বকাপের আগে দু'দেশের ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই দুই দলের মধ্যে যে কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। বাকি আর কোনও দল ট্রফি জেতার লড়াইয়ে নেই। তাদের মধ্যে লড়াই চলছে আগামী মরসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করার। সেই লড়াইয়ে কিছুটা এগোল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও লিভারপুল। চেলসিকে হারাল ম্যান ইউ। লিভারপুল আবার শেষ দিকে গোল করে ডার্বিতে হারাল এভার্টনকে।মরসুমের মাঝে মাইকেল ক্যারিক দায়িত্ব নেওয়ার পর বদলে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। মরসুমের মাঝেও যে দল পয়েন্ট তালিকায় অনেকটা পিছনে ছিল, সেই দলই এখন তিন নম্বরে। এ বছর না হলে পরের বছর একটি ফিফা উইন্ডোতে ম্যাচ আয়োজন করার চেষ্টা চলছে।

পাকিস্তানের সমর্থকদের একাংশ এই খবরে উৎফুল্ল। দেশের ফুটবলের প্রভূত উন্নতি হবে বলে মনে করছেন তাঁরা। আবার অনেকের কটাক্ষ, আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির দলের কাছেও ২০ গোল খাবে পাকিস্তান।

কৃষ্ণনগরে গড়িয়াপূজা ও উৎসবে সামিল মেয়র দীপক কুমার মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল: আগরতলা কৃষ্ণনগরস্থিত নাজিরপুকুরপাড়ে গড়িয়া পূজা ও উৎসবে সামিল হন মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। আজ রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া পূজা উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছে গোটা ত্রিপুরা। জাতি-জনজাতি নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে পালিত হচ্ছে এই গড়িয়া পূজা, বিশেষত জনজাতি ও জমাতিয়া সম্প্রদায়ের কাছে এই গড়িয়া পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। আজ গরিয়া পূজার পুণ্যলগ্নে আগরতলা কৃষ্ণনগর স্থিত নাজিরপুকুর পাড়ে উপস্থিত হয়ে বাবা গড়িয়ার নিকট সকল রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করেন আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক কুমার মজুমদার।

তিনি এদিন বাবা গরিয়ার কাছে রাজ্য ও রাজ্যবাসীর সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২১ এপ্রিল: বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক পথচারী। ঘটনা খোয়াই উত্তর দুর্গানগর পূর্ণিমা স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ ছবির মিয়া।

আহত ব্যক্তির ছেলে জানিয়েছেন, খোয়াই উত্তর দুর্গানগর পূর্ণিমা স্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি বাইক সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চলে যায় তার পিতাকে। পরবর্তীতে প্রত্যক্ষদর্শীরা দমকল দপ্তরে খবর পাঠান। পাশাপাশি পরিবারের লোকদের খবর পাঠানো হয়। দমকল দপ্তরের গাড়ি যাওয়ার আগেই পরিবারের লোকজনরা টমটমে করে দুর্ঘটনাগ্রস্ত লোকটিকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তার চিকিৎসা চলছে খোয়াই জেলা হাসপাতালে বলে জানা যায়। তবে মাথায় প্রচন্ড আঘাত পেয়েছে ছবির মিয়া বলে জানা যায়।

আগরতলায় টিটিডিএফ-এর বার্ষিক সাধারণ সভা, পর্যটন উন্নয়ন নিয়ে আশাবাদী সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ২১ এপ্রিল: ত্রিপুরা পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আগরতলার হোটেল দ্য এলিটে অনুষ্ঠিত হলো ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন ফোরাম (টিটিডিএফ)-এর বার্ষিক সাধারণ সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, টিটিডিএফ-এর সভাপতি পরীক্ষিত দে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সভায় পর্যটন শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি, সম্ভাবনা এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বিশেষ করে ত্রিপুরার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং নতুন পর্যটন গন্তব্য চিহ্নিত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

তবে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ত্রিপুরাসহ গোটা অঞ্চলে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকার পর্যটন খাতের উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের ফলে বর্তমানে বহিরাজ্য থেকে পর্যটকদের আগমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির আগমনও রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনাকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে।

পর্যটন শিল্পকে আরও প্রসারিত করতে নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র চিহ্নিত করে সেগুলিকে উন্নত ও পর্যটক-বান্ধব করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান সাংসদ।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য বক্তারাও ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পকে জাতীয় মানচিত্রে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করার উপর জোর দেন। সার্বিকভাবে, এই সভা ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বিলোনিয়ায় কংগ্রেসের 'সংগঠন সৃজন অভিযান', দল শক্তিশালী করার বার্তা অবজারভারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ এপ্রিল: সর্বভারতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে সারা দেশে শুরু হয়েছে 'সংগঠন সৃজন অভিযান' কর্মসূচি। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার দুপুরে বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি থেকে প্রেরিত কংগ্রেসের অবজারভার তরুণ ত্যাগী। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো দলকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করে তোলা। রাজ্য থেকে জেলা, ব্লক ও বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে সক্রিয় ও সুসংগঠিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, এই কর্মসূচির আওতায় সংগঠনের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হবে, যা পরবর্তীতে দিল্লিতে জমা দেওয়া হবে।

দক্ষিণ জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারি, কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা মিলন কর, দক্ষিণ জেলা যুব কংগ্রেস নেতা অজিতাভ মজুমদার সহ বিভিন্ন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি, দলের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।

সভায় নেতৃবৃন্দরা সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন এবং আগামিদিনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

নন্দননগরে জমি দখল ও বিক্রির অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের

আগরতলা, ২১ এপ্রিল : নন্দননগর মসজিদপাড়া এলাকায় এক মুসলিম পরিবারের জমি দখল করে তা বিক্রির চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী শেখ মুসলিম পরিবারের জমি দখলের চেষ্টা চলছে এবং এই ঘটনায় স্থানীয় এক কাউন্সিলরের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আঙুল উঠেছে।

পরিবারের দাবি, রাজন্য আমল থেকে তারা ওই এলাকায় বসবাস করে আসছেন এবং তাদের মালিকানাধীন কিছু খালি জমিও রয়েছে। অভিযোগ, এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের পরিবারের লোকজন সেই জমি দখল করে বিক্রির চেষ্টা করছে। বিশেষ করে, কাউন্সিলরের আত্মীয় রাজিব সরকার নামে এক ব্যক্তি নতুন নগর থেকে এসে ওই জমি বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছেন বলে অভিযোগ।

শান্তিরবাজারে অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য, দমকলের তৎপরতায় বড় বিপদ এড়ানো গেল

শান্তিরবাজার, ২১ এপ্রিল: দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারে আচমকা এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শুক্রবার বিকেল নাগাদ পুরাতন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত 'সজল ইনফোটেক' নামে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলের দিকে হঠাৎ করেই দোকানটির ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই আশেপাশের লোকজন দ্রুত শান্তিরবাজার অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পাওয়া মাত্রই দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

দমকল কর্মীদের দ্রুত ও দক্ষ তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দোকানের এয়ার কন্ডিশনার (এসি)-এর বৈদ্যুতিক তারে ত্রুটির জেরেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। যদিও সঠিক কারণ জানতে দমকল বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে। দমকলের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে আগুন আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। ফলে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি বলে জানা গেছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় কিছু সময়ের জন্য আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। পরবর্তীতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় স্থানীয়দের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। দমকল বাহিনীর দ্রুত উপস্থিতি ও তৎপরতায় সম্ভাব্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী। এই ঘটনায় দমকল কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা।

অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক রূপ পশ্চিমজেলার জেলাশাসকের

আগরতলা, ২১ এপ্রিল: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনমালা এলাকার ৩নং ওয়ার্ডের মৃত পরেশ বিশ্বাসের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার। জানা গেছে ওই এলাকার পরেশ বিশ্বাস গত এক বছর আগে মারা যান। পরেশ মারা যাওয়ার পর তার পরিবারে থাকা বৃদ্ধা মা, অসুস্থ স্ত্রী এবং দুই কন্যা সন্তান আর্থিকভাবে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। কেননা পরিবারে অর্থ উপার্জনকারী একমাত্র ছিলেন পরেশ বিশ্বাস। বর্তমানে পরেশ বিশ্বাসের বৃদ্ধা মা বার্ধক্য জনিত কারণে কাজ করতে পারেন না এবং তার স্ত্রী মনিকা বিশ্বাস অসুস্থ থাকায় মানুষের বাড়িতে কাজ করতে চরম অসুবিধা হচ্ছে। তাই পরিবারটি আর্থিক দিক দিয়ে একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্তমানে তাদের এমন পরিস্থিতি তাদের দুবেলা দুমুঠ ভাত জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তার মধ্যে ছোট দুই কন্যা সন্তানের লেখাপড়ার খরচ। এর আগেও একাধিকবার এই পরিবারের অসহায়ত্বের কাহিনী সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার মৃত পরেশ বিশ্বাসের বাড়িতে মঙ্গলবার বিকেলে ছুটে আসেন। এদিন জেলাশাসক মৃত পরেশ বিশ্বাসের বৃদ্ধা মা, অসুস্থ স্ত্রী এবং দুই কন্যা সন্তানের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলেন এবং পরিবারের অসহায়ত্বের কথা শুনেন।

সেদিন জেলাশাসক পরেশ বিশ্বাসের দুই কন্যা সন্তানের হাতে স্কুলের পোশাক, বই এবং খাতা তুলে দেন। এদিন এই অসহায় পরিবারটি জেলাশাসকের কাছে তাদের সমস্ত অভাব অনটনের কথা তুলে ধরলে জেলাশাসক তাদেরকে সরকারিভাবে সমস্ত ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে এদিন জেলাশাসককে একেবারে কাছে পেয়ে মৃত পরেশ বিশ্বাসের পরিবার নির্ভয়ে মন খুলে তাদের সমস্ত সমস্যার কথা প্রকাশ করেছেন।

বিলোনিয়ায় মুহুরী নদীর বাঁধ পরিদর্শনে পূর্ত সচিব, বর্ষার আগেই কাজ শেষের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ এপ্রিল: বিলোনিয়া মহকুমার মুহুরী নদীর বাঁধের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে। মঙ্গলবার তিনি বাঁধ এলাকা ঘুরে দেখে চলমান কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। পরিদর্শন শেষে বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব জানান, মুহুরী নদীর বাঁধ সংলগ্ন প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা ও বাঁধের কাজের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজ আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে শেষ করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। বর্ষার আগে বাঁধের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই দ্রুতগতিতে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান সচিব। এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ এবং বিলোনিয়া পুরপরিষদের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। পরিদর্শনের সময় তিনি ঈশান চন্দ্র নগর ও বল্লামুখা এলাকাও ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি বিলোনিয়া ছড়ায় একটি সুইচ গেট স্থাপনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান।

এদিন সচিব সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার ওপর জোর দেন, যাতে এলাকার মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

পরিদর্শনকালে সচিবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক, পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার, বিলোনিয়া মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়াররা।

উল্লেখ্য, গত বর্ষায় মুহুরী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁধ সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে বাঁধ সংলগ্ন রাস্তা স্থায়ীভাবে মেরামতের উদ্যোগ নেয় পূর্ত দপ্তর, যার অংশ হিসেবেই নতুন করে ৮ কিলোমিটার রাস্তার কাজ শুরু করা হয়।

আগরতলায় জাইস ভিশন সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ত্রিপুরায় প্রথম পা রাখল শীর্ষস্থানীয় অপটিক্যাল সংস্থা জাইস। সোমবার আগরতলায় "নাজ্জারা"-এর সহযোগিতায় অত্যাধুনিক "জাইস ভিশন সেন্টার"-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় আগরতলা জগন্নাথ বাড়ি রোড অবস্থিত সেন্টারে। এর মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথমবার জার্মান প্রযুক্তি এবং প্রিমিয়াম আইওয়্যার সলিউশন সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে চলে উন্নত ডায়াগনস্টিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের চোখের নিখুঁত পরীক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মানের ভিশন কেয়ার প্রদান সেন্টার।

প্রযুক্তির বিশেষত্ব এই সেন্টারে ব্যবহার করা হয়েছে জার্মানির সবথেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি। আগরতলার এই কেন্দ্রে উন্নত পরীক্ষার পাশাপাশি গ্রাহকরা পাবেন প্রিমিয়াম ফ্রেমের বিশাল কালেকশন।

আগরতলা রেলস্টেশন থেকে ২১ কেজির বেশি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার দুই যুবক

আগরতলা, ২১এপ্রিল: ট্রেনে করে গাঁজা পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ। আগরতলার বাধারঘাট রেলস্টেশন থেকে দুই যুবককে আটক করেছে জিআরপি ও আরপিএফ জওয়ানরা। ধৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।জিআরপি থানার ওসি জানান, ধৃতদের কাছ থেকে মোট ২১ কেজি ৪৮০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। আটক দুই যুবকের নাম বিপিন কুমার মন্ডল এবং ধনরাজ কুমার। তারা দুজনেই বিহারের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই গাঁজা স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেয় পাচারচক্রের মূল মাথা। এরপর ওই দুই যুবক গাঁজাগুলি নিয়ে ট্রেনে করে বহিঃরাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পরিকল্পনা করেছিল।

বিলোনিয়ায় খুদে শিল্পীদের আঁকায় জীবন্ত সুকান্ত, বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ এপ্রিল : একশ দশজন খুদে চিত্রশিল্পীর রঙ-তুলির টানে মঙ্গলবার জীবন্ত হয়ে উঠলেন কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। আজ সকাল ১১টা থেকে বিলোনিয়া পাবলিক লাইব্রেরি (জনগ্রন্থাগার) চত্বর ছিল পুরোপুরি কচিকাঁচাদের দখলে। বিলোনিয়া মহকুমা ভিত্তিক কবি সুকান্ত জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটির বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই মেগা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান বিলোনিয়ার বিধায়ক দীপংকর সেন, বিশিষ্ট লেখিকা মাধুরী লোধ, প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক তথা বিধায়ক অশোক মিত্র, রতন কুমার ভৌমিক, কবি চন্দন পাল, মধুসূদন দত্ত এবং উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শ্রীমান দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান হরিনারায়ণ সেনগুপ্ত, বিকাশ পাল, রতন চক্রবর্তী, জীবন শীল এবং প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক দিলীপ কুমার দেবনাথ। শ্রদ্ধাঞ্জলি পর্বে শামিল হন উপস্থিত অভিভাবক ও প্রতিযোগীরাও। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পরেই শুরু হয় প্রতিযোগিতার মূল পর্ব। মোট ৫টি আলাদা আলাদা বিভাগে, সাদা কাগজে রঙ-তুলির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশনায় খুদে শিল্পীরা ফুটিয়ে তোলে কবি সুকান্তের জীবন ও তাঁর কাব্যের নানা দিক। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কবির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বেই কমিটির উদ্যোগে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কবি সম্মেলন, সাহিত্য সভা এবং দুটি রক্তদান শিবির। উদযাপন কমিটির কর্মকর্তারা জানান, আগামী দিনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী আগস্ট মাসে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বর্ষব্যাপী উদযাপনের মূল সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। এইদিনের এই সৃজনশীল প্রতিযোগিতায় কচিকাঁচাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ইন্ডিয়ান বুকস অফ রেকর্ডে নিজের নাম নথিভুক্ত করল মন্টফোর্ড স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল: ইন্ডিয়ান বুকস অফ রেকর্ডে নিজের নাম নথিভুক্ত করে মন্টফোর্ড স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র মৈনাক মালাকার। মন্টফোর্ড স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র মৈনাক মালাকার মাত্র ১৪ বছর ৮ মাস বয়সে ৯ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ৯টি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আইবিআর অ্যাচিভার খেতাব অর্জন করে ইন্ডিয়ান বুকস অফ রেকর্ডে নিজের নাম নথিভুক্ত করেন। তার বাবার নাম উত্তম কুমার মালাকার, মার নাম জয়শ্রী মালাকার। আর এই অসাধারণ কৃতিত্বে দারুন খুশি মন্টফোর্ড স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীরা।

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ৭ শিক্ষার্থীর গোটা বছরের পঠনপাঠনের দায়িত্ব গ্রহন করলেন দুই শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল: ত্রিপুরার শিক্ষাক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা ও মানবিকতার এক দৃঢ় উদাহরণ স্থাপন করলেন দুই শিক্ষক - সাতনালা দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের অজন্ত রায় এবং পিএম শ্রী চুড়াইবাড়ি দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের দেবাশিস দাস। মঙ্গলবার খোয়াই জেলার প্রত্যন্ত এলাকার আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা সাতজন শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা শুধু শিক্ষা সামগ্রীই তুলে দেননি, বরং একবছরের জন্য তাঁদের সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকার করেছেন।

খোয়াই প্রেসক্লাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এক অনাড়ম্বর অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বই, খাতা, কলম, জ্যামিতি বক্সের মতো প্রাথমিক শিক্ষাসামগ্রী। পাশাপাশি তাঁদের মানসিক বিকাশ ও সৃজনশীলতার কথা বিবেচনা করে লুডো, চাইনিজ চেকার ও দাবার মতো খেলাধুলার উপকরণও প্রদান করা হয়। শিক্ষা যে কেবল পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ নয়, বরং একটি বিস্তৃত মানবিক ও মানসিক পরিসরের বিকাশএই উপলব্ধিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁদের উদ্যোগে। এই উদ্যোগ কোনো তাৎক্ষণিক আবেগের ফল নয়। গত সাত বছর ধরে শিক্ষকতার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছেন অজন্ত রায় ও দেবাশীষ দাস। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা, হাসপাতালগুলোতে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ, বৃদ্ধাশ্রমে সহায়তা পৌঁছে দেওয়াএসবই তাঁদের নিয়মিত কর্মকাণ্ডের অংশ। সম্প্রতি কাঞ্চনপুর সাতনালায় বাল্যবিবাহ রোধে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই উদ্যোগ শুধু একটি সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করেনি, বরং শিক্ষকের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছে।শিক্ষক মানে কেবল পাঠদান নয়, বরং সমাজের ভিত গড়ে তোলার দায়িত্বও বহন করা।

বন্ধুর ফাঁদে ফেলে যুবককে হত্যার চেষ্টা, নগদ টাকা ও সোনার চেইন ছিনতাইতিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

বিশালগড়, ২১ এপ্রিল: বন্ধুর সরলতাকে কাজে লাগিয়ে এক যুবককে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে হত্যার চেষ্টা ও ছিনতাইয়ের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তিন যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মধুপুর থানার পাশাপাশি বিশালগড় থানায় পৃথকভাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে বিশালগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মধুপুর থানাধীন হরিহরদুলা এলাকার বাসিন্দা রনি মিয়া রবিবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে বিশালগড় বাজারে ফল কেনার পর তিনি ঘনিয়ামারা এলাকার বন্ধু আকাশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ধারণা করা হচ্ছে, বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েই শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার।

অভিযোগ, ঘনিয়ামারা চৌমুহনী এলাকায় পৌঁছানোর পর আকাশ গোপনে আরও দুই যুবকরাজু ও জয়নালের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর কৌশলে রনি মিয়াকে রবীন্দ্রনগর স্কুল সংলগ্ন নির্জন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনজন মিলে তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং প্রাণনাশের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ।

এসময় রনি মিয়ার কাছ থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং এক ভরিরও বেশি ওজনের স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অভিযোগ, তাকে মারধর করে তার কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং লাঠি দিয়ে পা ও কোমরে গুরুতর আঘাত করা হয়। নির্জন জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ায় তার আর্তচিৎকারে কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।

পরবর্তীতে রনি মিয়ার মোবাইলে তার বাবার ফোন আসে। ফোনালাপে জানা যায়, তার বোনের মাধ্যমে আরও ২০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা। এই তথ্য জানতে পেরে অভিযুক্তরা পুনরায় তাকে বাইকে তুলে বিশালগড়ের দিকে নিয়ে আসে সেই টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে। তবে সুযোগ বুঝে বিশালগড় এলাকায় পৌঁছালে রনি মিয়া চলন্ত বাইক থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন এবং সরাসরি বিশালগড় থানায় আশ্রয় নেন। পরে তিনি অভিযুক্ত আকাশ, রাজু ও জয়নালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি এই ঘটনার মূলচক্রী হিসেবে ঘনিয়ামারা এলাকার টিটু আহমেদের নামও উল্লেখ করেছেন তিনি, যিনি পুরো ঘটনায় মদত দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় চুরি, ছিনতাই ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে চলেছে। প্রশাসনের দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন সচেতন মহল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas